Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmr.dm@betar.gov.bd

Srabon 10, 1433 Bangla, July 25, 2026, Saturday, No. 200, 56th year

H I G H L I G H T S

President of the People's Republic of Bangladesh Mohammed Sahabuddin has officially resigned, citing his health complications. [BBC: 03]

Speaker Hafiz Uddin Ahmad Bir Bikram assumes the president's responsibilities under Article 54 of the Constitution until a new president is elected. [BBC: 03]

Foreign Minister has reaffirmed Bangladesh's commitment to working closely with ASEAN and its partners to strengthen regional cooperation in tackling emerging and transnational threats. [Jago FM: 20]

BNP Secretary General and LGRD and Cooperatives Minister has said, government is working to strengthen democratic institutions, revive economy and improve people's living standards. [Jago FM: 21]

Commerce, Industries and Textiles and Jute Minister has said that 5% of GDP will be allocated in education and health sectors on coming days keeping them government's top priorities. [Jago FM: 25]

Bomb Disposal Unit of Counter Terrorism and Transnational Crime division of DMP has recovered and safely defused several bomb-like objects found beneath the Motijheel Metro Rail Station. [Jago FM: 24]

A technical fault at a floating liquefied natural gas terminal off Moheshkhali has cut gas supply to national grid, disrupting households, industries and transport services across the country. [R. Today: 27]

Bangladesh has secured the lowest 10 percent tariff rate under a new US trade measure, despite US imposing tariffs on goods from 60 countries over forced labor concerns. [BBC: 04]

Iran has officially rejected a new cease-fire deal presented by Iraq's Prime Minister on behalf of President Trump, warning of a larger war. [R. Tehran: 12]

Indian Education Minister must resign or be sacked, Cockroach Janta Party has said after meeting with Indian central ministers. [BBC: 04]

Director: 44813046	Deputy News Controller: 44813048 44813179	Assistant News Controller: 44813047 44813178

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট
মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা
শ্রাবণ ১০, বাংলা ১৪৩৩, জুলাই ২৫, ২০২৬, শনিবার, নং- ২০০, ৫৬তম বছর

শিরোনাম

গুরুতর শারীরিক অসুস্থতার কারণে রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিনের পদত্যাগ। [বিবিসি: ০৩]

সংবিধান অনুযায়ী ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব নিলেন স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ বীর বিক্রম। [বিবিসি: ০৩]

উদীয়মান বৈশ্বিক হুমকি মোকাবিলায় আসিয়ান এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা চুক্তির সব সদস্য দেশের সঙ্গে একযোগে কাজ করার ব্যাপারে বাংলাদেশের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। [জাগো এফএম: ২০]

বাংলাদেশকে একটি গণতান্ত্রিক, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও শোষণমুক্ত রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে কাজ করছে সরকার বললেন বিএনপি মহাসচিব এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী। [জাগো এফএম: ২১]

শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতকে সরকারের অগ্রাধিকারে শীর্ষে রেখে আগামীদিনে ধাপে ধাপে এবং পর্যায়ক্রমে জিডিপির ৫ শতাংশ করে বরাদ্দ দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্য, শিল্প, পাট ও বস্ত্রমন্ত্রী। [জাগো এফএম: ২৫]

মতিঝিল মেট্রোরেল স্টেশনের নিচে বোমা সদৃশ কয়েকটি বস্তু উদ্ধার করে নিষ্ক্রিয় করেছে ডিএমপির কাউন্টার টেররিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম ইউনিটের বোম্ব ডিসপোজাল টিম। [জাগো এফএম: ২৪]

মহেশখালীর এলএনজি টার্মিনালে যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে জাতীয় গ্যাস গ্রিডে সরবরাহ সাময়িকভাবে বন্ধ। গ্যাস সংকটে পড়েছেন বিভিন্ন অঞ্চলের শিল্পকারখানা, বিদ্যুৎকেন্দ্র, সিএনজি স্টেশনসহ অন্যান্য শ্রেণির গ্রাহকরা। [রে. টুডে: ২৭]

জোরপূর্বক শ্রম রোধে ব্যর্থতার অভিযোগে বাংলাদেশসহ ৬০টি দেশের পণ্যে শুল্ক আরোপ করেছে যুক্তরাষ্ট্র, সর্বনিম্ন ১০ শতাংশ শুল্ক সুবিধা পাবে বাংলাদেশ। [বিবিসি: ০৪]

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের পক্ষে ইরাকের প্রধানমন্ত্রীর পেশ করা একটি নতুন যুদ্ধবিরতি চুক্তি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে ইরান এবং একটি বৃহত্তর যুদ্ধের হুঁশিয়ারি দিয়েছে। [রেডিও তেহরান: ১২]

ভারতের কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের সঙ্গে দেখা করার পর 'ককরোচ জনতা পার্টির' নেতারা জানিয়েছেন, তারা কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে অনড়। [বিবিসি: ০৪]

বিবিসি

পদত্যাগ করেছেন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন

বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন পদত্যাগ করেছেন বলে বঙ্গভবনের একাধিক সূত্র বিবিসি বাংলাকে জানিয়েছে। মো. সাহাবুদ্দিনের পদত্যাগপত্র স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদের কাছে পেশ করার জন্য আজ শুক্রবার বিকাল ৪টার দিকে বঙ্গভবন থেকে কয়েকজন কর্মকর্তা জাতীয় সংসদে যান। সেখানে ওই কর্মকর্তারা স্পিকারের কাছে মো. সাহাবুদ্দিন পদত্যাগপত্র পেশ করবেন। নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করবেন স্পিকার। এ ব্যাপারে বিকেল পাঁচটায় সংসদে সংবাদ সম্মেলন ডাকা হয়েছে। যদিও বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি পদে মো. সাহাবুদ্দিনের পাঁচ বছরের মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা ছিল ২০২৮ সালের এপ্রিলে। অর্থাৎ, তার মেয়াদের আরও প্রায় এক বছর নয় মাস বাকি ছিল। ২০২৩ সালের ২৪শে এপ্রিল, তিন বছর তিন মাস আগে, আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে বাংলাদেশের ২২তম রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নিয়েছিলেন মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৪.০৭.২০২৬ নারগীস)

পদত্যাগ করেছেন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিন, যা লিখেছেন পদত্যাগপত্রে

কয়েকদিন ধরে নানা গুঞ্জনের পর অবশেষে পদত্যাগ করলেন বাংলাদেশের ২২তম রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন। আপাতত অস্থায়ীভাবে এই দায়িত্ব পালন করবেন জাতীয় সংসদের স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ। শুক্রবার বিকেলে জাতীয় সংসদে পৌঁছে দেওয়া হয় রাষ্ট্রপতির পদত্যাগপত্র। যেখানে নিজের "গুরুতর শারীরিক অসুস্থতার" কারণে দায়িত্ব থেকে সরে যাওয়ার কথা জানিয়েছেন মো. সাহাবুদ্দিন। সংবিধানের ৫০(৩) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী স্পিকারের কাছে চিঠি পাঠিয়ে পদত্যাগ করতে পারেন রাষ্ট্রপতি। আর ৫৪ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত স্পিকার রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করবেন। এর আগে, রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের পদত্যাগ নিয়ে আলোচনার মধ্যেই নির্ধারিত বিদেশ সফর সংক্ষিপ্ত করে শুক্রবার সকালে দেশে ফেরেন জাতীয় সংসদের স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ এই পদে নতুন করে কে দায়িত্ব পাচ্ছেন এটি এখনো নিশ্চিত নয়। তবে সাংবিধানিক নিয়ম অনুযায়ী জাতীয় সংসদে পরবর্তী ৯০ দিনের মধ্যে পরবর্তী রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করতে হবে।

কী বলা হয়েছে পদত্যাগপত্রে

বিভিন্ন ধরনের রোগের কারণে "শারীরিক ও মানসিক অসামর্থ্যতার" কারণে রাষ্ট্রপতির মতো গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক পদের দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হচ্ছে না বলে পদত্যাগপত্রে লিখেছেন মো. সাহাবুদ্দিন। শুক্রবার বিকাল সাড়ে পাঁচটার দিকে জাতীয় সংসদ ভবনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ তার চিঠির অংশবিশেষ পড়ে শোনান। তিনি জানান, নিজেকে "গুরুতর অসুস্থ" দাবি করে মো. সাহাবুদ্দিন লিখেছেন, হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস ও কিডনি জটিলতায় ভুগছেন। "আমার হৃদযন্ত্রে বাইপাস সার্জারি হয়েছে। ইদানিং স্বাস্থ্য পরীক্ষায় অটোনোমিক নিউরোপ্যাথি নামক রোগ শনাক্ত হয়েছে। এই রোগের কারণে আমি মাঝে মাঝে ক্ষণিক অচেতন হয়ে যাই। রোগসমূহের প্রাদুর্ভাবে শারীরিক ও মানসিক অসামর্থ্যতার কারণে রাষ্ট্রপতির মতো গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক পদের দায়িত্ব পালন করা আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। আমার দীর্ঘমেয়াদে চিকিৎসা প্রয়োজন।" সংবিধানের ৫০(৩) অনুচ্ছেদের বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির পদ থেকে পদত্যাগের কথা লিখেছেন মো. সাহাবুদ্দিন। স্পিকার আজ বিকেল ৫টা ১ মিনিটে পদত্যাগপত্রটি গ্রহণ করেছেন বলে রাষ্ট্রপতির প্রেস সচিব মো. সরওয়ার আলমকে উদ্ধৃত করে জানিয়েছে রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা বাসস।

সংবাদ সম্মলনে স্পিকার বলেন, সংবিধান অনুযায়ী স্পিকার হিসেবে শপথ নেওয়ার পাশাপাশি ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি হিসেবেও শপথ নিয়েছেন তিনি। যার ফলে মো. সাহাবুদ্দিনের পদত্যাগের ফলে পরবর্তী রাষ্ট্রপতি নির্বচিত হওয়ার আগ পর্যন্ত তিনিই ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। এসময় রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ নিয়ে কোনো ধরনের বিভ্রান্তি না ছড়ানোরও আহ্বান জানান স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ। তিনি বলেন, "বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ একটা গুরুতর ঘটনা। এর সাথে দেশের ভালোমন্দও জড়িত। রাষ্ট্রপতি একজন মানুষ, তিনি অসুস্থ হতেই পারেন।" এর মধ্য দিয়ে সকল ধোঁয়াশা পরিষ্কার হয়েছে বলেও মন্তব্য করেন স্পিকার। "তিনি (বিদায়ি রাষ্ট্রপতি) মাফিয়া সরকারের আমলে নির্বাচিত হলেও বর্তমানে জনগণের ভোটে যে সরকার নির্বাচিত হয়েছে, তার প্রতি তিনি সমর্থন এবং সম্মান প্রকাশ করেছেন সবসময়," মন্তব্য করেন মি. আহমদ।

ক'দিন ধরেই চলছিল গুঞ্জন

২০২৩ সালের ২৪ এপ্রিল বাংলাদেশের ২২তম রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নেন মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন। সেসময় আওয়ামী লীগের মনোনয়নে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন তিনি। সময়ের হিসাবে তিন বছর তিন মাস ধরে এই পদে ছিলেন তিনি। তার পাঁচ বছরের মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা ছিল ২০২৮ সালের এপ্রিলে। কিন্তু জুলাই আন্দোলনে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর থেকেই রাষ্ট্রপতির পদ থেকে তাকে সরিয়ে দেওয়ার বিষয়টি নানা সময় আলোচনায় এসেছে। নানা পক্ষ থেকে তাকে অপসারণের দাবি উঠলেও বিএনপি তাকে রাখার পক্ষেই যুক্তি দিয়েছে। রাষ্ট্রপতির পদত্যাগে সাংবিধানিক জটিলতা তৈরি হবে বলে তারা যুক্তি তুলে ধরে সেসময়। সরকার গঠনের

পরও মো. সাহাবুদ্দিনকে দায়িত্ব থেকে সরায়নি বিএনপি। কিন্তু এখন তাহলে কেন রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ করছেন এমন প্রশ্ন সামনে আসে। বিএনপি সরকারে আসার পর সেই সরকারের সঙ্গে রাষ্ট্রপতির একটা সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল এবং কিছু ক্ষেত্রে তা দৃশ্যমান হয়েছিল বলে বিশ্লেষকেরা মনে করেন। তারা বলছেন, বিএনপি সরকার গঠনের পরই রাষ্ট্রপতিকে বঙ্গভবনের বাইরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যেতে দেখা গেছে। এমনকি তিনি চিকিৎসার জন্য যুক্তরাজ্য গিয়েছিলেন গত মে মাসে। তবে রাষ্ট্রপতি পদ থেকে মো. সাহাবুদ্দিন পদত্যাগ করছেন- হঠাৎ করে এই আলোচনা ক'দিন ধরেই নানা মাধ্যমে ঘুরেফিরেই চলছিল। এমনকি রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ এই পদে কাকে পরবর্তী দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে এ নিয়েও শুরু হয় নানা গুঞ্জন। সরকারের পক্ষ থেকেও এ নিয়ে ছিল রাখঢাক। এই প্রসঙ্গে গণমাধ্যমকর্মীদের প্রশ্ন বারবারই এড়িয়ে গেছেন সরকারের নীতি-নির্ধারকরা। রাষ্ট্রপতির পদত্যাগের বিষয়ে প্রশ্নের জবাবে বৃহস্পতিবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ জানান, বিএনপি সরকার রাষ্ট্রপতিকে পদত্যাগ করতে বলেনি, তবে "রাষ্ট্রপতি সাংবিধানিকভাবে পদত্যাগ করতে চাইলে অথবা স্বাস্থ্যগত বা যে-কোনো কারণে চাইলে তার সে অপশন আছে; কিন্তু আমরা তো জানি না।" চিকিৎসার জন্য থাইল্যান্ডে যাওয়া স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ সফর সংক্ষিপ্ত করে দেশে ফিরছেন- বৃহস্পতিবার রাতে এমন খবর ছড়িয়ে পড়লে রাষ্ট্রপতির পদত্যাগের আলোচনাটি আরও দৃঢ় হতে শুরু করে। কারণ সাংবিধানিক নিয়ম অনুযায়ী স্পিকারের কাছেই পদত্যাগপত্র দেবেন রাষ্ট্রপতি। যদিও শুক্রবার সকালে দেশে ফিরে রাষ্ট্রপতির পদত্যাগের বিষয়ে কিছুই জানেন না বলে মন্তব্য করেন স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ। "আমি দেশের বাইরে ছিলাম। সুতরাং এখানে কে পদত্যাগ করলো, কী করলো, আমার কিছুই জানা নেই। এখন হয়ত জানতে পারবো," বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বলেন স্পিকার।

রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ করলে সাংবিধানিক প্রক্রিয়া কী হবে- এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, "যদি রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ করেন, তাহলে স্পিকারের কাছে পদত্যাগ করবেন এবং আগামী ৯০ দিনের মধ্যে জাতীয় সংসদ একজন নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করবেন। এই হলো সংবিধানের পজিশন।" এছাড়া সংবিধান অনুযায়ী, রাষ্ট্রপতির পদত্যাগের পর জাতীয় সংসদে পরবর্তী রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার আগ পর্যন্ত ভারপ্রাপ্ত হিসেবে স্পিকারই দায়িত্ব পালন করবেন বলেও জানান তিনি। নির্ধারিত সময়ের আগেই দেশে ফেরার কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন, "এই মাসের ১৯ তারিখে ব্যাংককে গিয়েছিলাম আমার মেডিকেল চেকআপের জন্য। গতকাল আমার মেডিকেল চেকআপ শেষ হয়েছে। সেই কারণে আমি দেশে চলে এসেছি।" (বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৪.০৭.২০২৬ আলী আহমেদ)

ভারপ্রাপ্ত স্পিকারের দায়িত্ব পালন করবেন কায়সার কামাল

রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন পদত্যাগ করায় এখন থেকে ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন জাতীয় সংসদের স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ। এর পাশাপাশি, জাতীয় সংসদের স্পিকার হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন ডেপুটি স্পিকার ব্যারিস্টার কায়সার কামাল। এ বিষয়ে আজ বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে জাতীয় সংসদ ভবনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে হাফিজ উদ্দিন আহমদ বলেন, "আপনারা জানেন, যেদিন আমি স্পিকার হিসেবে শপথ নিয়েছি, সেদিন আমি ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি হিসেবেও শপথ নিয়েছি। যদি প্রয়োজন হয়।" "একইভাবে ডেপুটি স্পিকারও যখন শপথ নেন, তখন শপথের অংশে বর্ণিত থাকে যে-কোনো কারণে স্পিকারের চেয়ার শূন্য থাকলে ডেপুটি স্পিকার স্পিকারের পদের দায়িত্ব পালন করবেন," বলেন মি. আহমদ।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৪.০৭.২০২৬ আলী আহমেদ)

সরকারের সঙ্গে বৈঠকেও শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে অনড় সিজেপি

ভারতের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জেপি নাড্ডা ও জিতেন্দ্র সিংয়ের সঙ্গে দেখা করার পর 'ককরোচ জনতা পার্টির' নেতারা জানিয়েছেন, তারা কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবি থেকে সরে আসবেন না। পাশাপাশি, নিট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনার পর যে সমস্ত শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছিল, তাদের পরিবারকে এক কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবিও তোলা হয়েছে। একইসঙ্গে আন্দোনের সঙ্গে যুক্ত যাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে, তাও প্রত্যাহার আবেদন করা হয়েছে সরকারের কাছে। শুক্রবার দিল্লির কনস্টিটিউশন ক্লাবে সরকারের দুই শীর্ষ মন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনায় বসেন ককরোচ জনতা পার্টির দুই প্রতিনিধি। শনিবার দুই পক্ষের মধ্যে তৃতীয় দফার বৈঠক হওয়ার কথা। সিজেপির মুখপাত্র আশুতোষ রাঙ্কা বলেছেন, "ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ বা তাকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে অপসারণ ছাড়া অন্য কিছু মেনে নেওয়া হবে না।" তিনি দাবি করেন, অন্য দুটি শর্ত মেনে নিলেও কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের বিষয়ে শনিবার জানানো হবে বলে মন্ত্রীরা তাদের জানিয়েছেন। তিনি সাংবাদিকদের বলেন, "ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের বিষয়ে সরকার কাল দুপুর পর্যন্ত সময় চেয়েছে। আমরা আশা করব সরকার তাকে সরিয়ে দেবে।" অন্যদিকে, সিজেপির সঙ্গে দ্বিতীয় দফায় দুই ঘণ্টার বৈঠকের পর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জেপি নাড্ডা বলেন, "আমরা তাদের দাবিগুলো শুনেছি এবং জানিয়েছি যে, আমরা এই নিয়ে আবার কথা বলব।" শুক্রবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সিজেপি মুখপাত্র সৌরভ দাস অভিযোগ করেন যে, দিল্লি পুলিশ যন্তর মন্তরের আশেপাশে বিক্ষোভকারী, স্বেচ্ছাসেবক এবং এমনকি আইনজীবীদেরও আটক করছে। তিনি বলেন, "এই বিষয়টা সরকারের কাছে উত্থাপন করা হলে, সরকার প্রথমে অভিযোগ অস্বীকার করলেও প্রতিনিধি দলকে আশ্বাস দিয়েছে যে, এমন ঘটে থাকলে তা বন্ধ করার জন্য দিল্লি পুলিশকে যথাযথ নির্দেশ দেওয়া হবে।" (বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৪.০৭.২০২৬ নারগীস)

বাংলাদেশি পণ্যে যুক্তরাষ্ট্রের ১০ শতাংশ শুল্ক, প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বাড়ার দাবি সরকারের

জোরপূর্বক শ্রম রোধে ব্যর্থতার অভিযোগে বাংলাদেশসহ ৬০টি দেশের পণ্যে শুল্ক আরোপ করেছে যুক্তরাষ্ট্র। দেশটির বাজারে প্রবেশের ক্ষেত্রে ১০ শতাংশ হারে শুল্ক বসবে বাংলাদেশি পণ্যে। তবে শুল্কের এই হার বাংলাদেশের প্রতিযোগী দেশগুলোর তুলনায় কম হওয়ায় রপ্তানির বাজারে প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান বজায় থাকবে বলে জানিয়েছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। আজ শুক্রবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে মন্ত্রণালয় থেকে বলা হয়, নতুন শুল্ক ব্যবস্থা আজ থেকে কার্যকর হয়েছে। আর নতুন কাঠামোয় দেশভেদে সর্বনিম্ন ১০ শতাংশ থেকে সর্বোচ্চ সাড়ে ১২ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক নির্ধারণ করা হয়েছে। এতে বাংলাদেশের পণ্যের ওপর ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হয়েছে, যা বিদ্যমান এমএফএন (মোস্ট ফেভার্ড নেশন) শুল্কের অতিরিক্ত। সরকারের তথ্য অনুযায়ী, বিশ্বের ৮৬টি দেশের মাঝে মাত্র ১৭টি দেশের জন্য সর্বনিম্ন শুল্ক নির্ধারণ করা হয়েছে। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৪.০৭.২০২৬ নারগীস)

শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে শামিল না হওয়ার পরামর্শ দিল্লির দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের

জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয় (জেএনইউ) তার ছাত্রছাত্রী এবং শিক্ষাবিদদের দিল্লির যন্তর মন্তর বা তার আশেপাশে আয়োজিত যে-কোনো সমাবেশে যোগ না দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছে। এর আগে, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ও শিক্ষার্থীদের একই কথা জানিয়েছিল। জেএনইউ-এর তরফে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এক্স-এ জানানো হয়েছে , "জেএনইউ-এর শিক্ষাঙ্গনের সকল সদস্যকে দায়িত্বশীল আচরণ করতে এবং নিজেদের ব্যক্তিগত সুরক্ষাকে অগ্রাধিকার দিতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। গণবিক্ষোভ সংক্রান্ত ভারতের মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী, আপনাদের নয়া দিল্লির যন্তর মন্তর বা তার আশেপাশে কোনো ধরনের সমাবেশে যোগদান করা থেকে বিরত থাকার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।" "দায়িত্বের সঙ্গে সামাজিক মাধ্যম ব্যবহার করুন। এর লঙ্ঘন প্রযোজ্য আইন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের আচরণবিধি অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের কারণ হতে পারে। এছাড়াও আপনাদের কাছ থেকে শিক্ষাগত দায়িত্ববোধ এবং দায়িত্বশীল নাগরিকত্বের মূল্যবোধ মেনে চলার প্রত্যাশা রয়েছে।" এর আগে, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয় সেখানকার ছাত্রছাত্রীদের যন্তর মন্তরের বিক্ষোভে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকতে বলেছিল। এই নির্দেশের পর, লোকসভার বিরোধীদলীয় নেতা রাহুল গান্ধী মন্তব্য করেন যে, বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রছাত্রীদের 'হুমকি' দিতে পারে না।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৪.০৭.২০২৬ নারগীস)

বাংলাদেশসহ প্রায় ৬০টি বাণিজ্য অংশীদার দেশের ওপর নতুন শুল্ক কার্যকর করছে যুক্তরাষ্ট্র

বাংলাদেশসহ প্রায় ৬০টি বাণিজ্য অংশীদার দেশের ওপর নতুন শুল্ক কার্যকর করছে যুক্তরাষ্ট্র। মূলত জোরপূর্বক শ্রম রোধে ব্যর্থতার অভিযোগে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। কয়েকটি দেশের ওপর ১০ শতাংশ এবং বাকিগুলোর ওপর ১২ দশমিক ৫ শতাংশ পর্যন্ত এই শুল্ক আরোপ করা হয়েছে। বাংলাদেশ ছাড়াও যুক্তরাজ্য, চীন, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, কানাডা, জাপান, ভারত ও পাকিস্তানের মতো দেশও রয়েছে তালিকায়। চলতি বছরের শুরুতে অস্থায়ীভাবে আরোপ করা ১০ শতাংশ করের মেয়াদ শেষ হওয়ার দিন, অর্থাৎ শুক্রবার থেকেই এই শুল্ক কার্যকর হচ্ছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গত বছর ক্ষমতায় আসার পর বিশ্ব বাণিজ্যে যে নতুন উত্তেজনা তৈরি হয়েছিল, এটি তারই সবশেষ সংযোজন। চলতি বছরের শুরুতে মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছিল যে, জরুরি ক্ষমতার আওতায় ট্রাম্প প্রশাসন বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন দেশে যে শুল্ক আরোপ করেছিল, তার আইনি বৈধতা ছিল না। এরপর থেকেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট তার প্রধান বাণিজ্য নীতি বাস্তবায়নের জন্য অন্যান্য আইনি পথ খুঁজতে শুরু করেন। গত মাসেই হোয়াইট হাউস ডজনখানেক দেশ থেকে মার্কিন উপকূলে পৌঁছানো পণ্যের ওপর ১০ শতাংশ থেকে ১২ দশমিক ৫ শতাংশ শুল্কের একটি ধারাবাহিক প্রস্তাব দিয়েছিল। কারণ হিসেবে বলা হয়েছিল যে, দেশগুলো জোরপূর্বক শ্রম মোকাবিলায় পর্যাপ্ত পদক্ষেপ নিচ্ছে না। বৃহস্পতিবার মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধি জেমিসন গ্রিয়ার, ট্রাম্পের নির্দেশ অনুযায়ী জানান যে এই শুল্কগুলো এখন থেকে কার্যকর হবে। তার এক বিবৃতিতে বলা হয়, "আজকের এই পদক্ষেপ মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং বাণিজ্য বিকৃতির মতো বিষয়গুলোর সংশোধন শুরু করবে, যা সব সময় শ্রমিকদের কল্যাণ নিশ্চিত করতে সাহায্য করবে।" গ্রিয়ার ১৯৭৪ সালের বাণিজ্য আইনের সেকশন ৩০১ প্রয়োগ করেছেন, যা মার্কিন বাণিজ্যকে বাধাগ্রস্ত বা ক্ষুণ্ণ করে এমন অনুশীলনের বিরুদ্ধে মার্কিন বাণিজ্য ব্যবস্থাপনাকে নিয়ন্ত্রণ করে।

এর আগে, চলতি সপ্তাহে ট্রাম্প প্রশাসন কানাডার পণ্যের ওপর ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করতে ১৯৩০ সালের শুল্ক আইনের সেকশন ৩৩৮ বিধানের আশ্রয় নিয়েছিল। বৃহস্পতিবার মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধির কার্যালয় জানায় যে, বাণিজ্য অংশীদাররা "জোরপূর্বক শ্রমের মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্যের আমদানির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ ও তা কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করতে ব্যর্থ" হওয়ার কারণে এই নতুন শুল্কগুলো আরোপ করা হচ্ছে। এতে আরও বলা হয়, নতুন এই শুল্কগুলো যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ ৬০টি বাণিজ্য অংশীদারের ওপর প্রযোজ্য হবে, যা মার্কিন আমদানির ৯৯ দশমিক ৪ শতাংশ পূর্ণ করে। কার্যালয়টি জানিয়েছে যে, ট্রাম্প তার দ্বিতীয় মেয়াদে অন্যান্য দেশের সঙ্গে পারস্পরিক বাণিজ্য চুক্তির একটি 'গুরুত্বপূর্ণ' অংশ হিসেবে জোরপূর্বক শ্রম দিয়ে তৈরি পণ্য আমদানির ওপর নিষেধাজ্ঞাকে বাধ্যতামূলক করেছেন। যে-সব বাণিজ্য অংশীদার দেশ জোরপূর্বক শ্রম দিয়ে তৈরি পণ্যের আমদানি নিষিদ্ধ করার বিষয়ে "অঙ্গীকার করেছে এবং কার্যকরভাবে তা বাস্তবায়ন করেছে," তাদের ওপর ১০ শতাংশ শুল্ক প্রযোজ্য হবে। আর যারা তা করেনি, তাদের ওপর ১২ দশমিক ৫ শতাংশ উচ্চ হার প্রযোজ্য হবে, জানিয়েছে মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধির কার্যালয়। ১০ শতাংশ শুল্কের আওতায় যেসব দেশ পড়েছে তার মধ্যে আছে- আর্জেন্টিনা, বাংলাদেশ, কম্বোডিয়া, কানাডা, ইকুয়েডর,

এল সালভাদর, গুয়াতেমালা, হন্ডুরাস, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, জর্ডান, মালয়েশিয়া, মেক্সিকো, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, ত্রিনিদাদ ও টোবাগো এবং যুক্তরাজ্য।

কমপ ১০ শতাংশ, যদি তারা : (i) জোরপূর্বক শ্রমে উৎপাদিত পণ্যের আমদানি নিষিদ্ধ করে; (ii) পারস্পরিক বাণিজ্য চুক্তির মাধ্যমে এমন নিষেধাজ্ঞা আরোপ ও কার্যকর করার প্রতিশ্রুতি দেয়; অথবা (iii) এমন একটি আংশিক ব্যবস্থা চালু করে যা নির্দিষ্ট কিছু জোরপূর্বক শ্রমে উৎপাদিত পণ্যের আমদানি প্রতিরোধের প্রভাব ফেলে। যে-সব পণ্য অন্য কোনো ছাড়ের আওতায় পড়ে না, সেসব ক্ষেত্রে ইউরোপীয় ইউনিয়ন, তাইওয়ান, জাপান, কোরিয়া এবং সুইজারল্যান্ডের নির্দিষ্ট কিছু পণ্যের জন্য সেকশন ৩০১ শুল্কের উপযুক্ত হার হবে সর্বাধিক সুবিধাপ্রাপ্ত দেশের (এমএফএন) হারের অতিরিক্ত ১০ শতাংশ অথবা ১২.৫ শতাংশ, যার আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যা ফেডারেল রেজিস্টার নোটিশে দেওয়া হয়েছে। এর বাইরে অন্যান্য সব তদন্তভুক্ত অর্থনীতির জন্য ১২.৫ শতাংশ শুল্ক আরোপের কথা বলা হয়েছে। গ্রিয়ার তার বিবৃতিতে বলেন, যেসব বাণিজ্য অংশীদার জোরপূর্বক শ্রম দিয়ে তৈরি পণ্য আমদানি নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত দ্রুত গ্রহণ করেছে, তাদের দেখে তিনি "উৎসাহিত বোধ করছেন" এবং তাদের কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার বিষয়টি দেখতে অপেক্ষা করছেন।

ট্রাম্পের বিশেষ নীতি

ট্রাম্প দীর্ঘদিন ধরেই যুক্তি দিয়ে আসছেন যে, শুল্ক মার্কিন শ্রমিকদের সুরক্ষা দেয়, উৎপাদন খাতে আরও বেশি কর্মসংস্থান তৈরি করে এবং মার্কিন অর্থনীতিকে চাঙ্গা করে। গত বছর হোয়াইট হাউসে ফিরে আসার পর, বৈশ্বিক বাণিজ্য অংশীদারদের ওপর ৫০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপ করেছিলেন ট্রাম্প। তিনি বলেছিলেন যে, বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন দেশের দ্বারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুগের পর যুগ ধরে যে অন্যায় আচরণের শিকার হয়েছে, তা মোকাবিলা করতেই এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। কিন্তু গত ফেব্রুয়ারিতে মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট সেই সিদ্ধান্ত বাতিল করে দেয় এবং জানায় যে, প্রেসিডেন্ট কংগ্রেসের অনুমোদন না নিয়েই তার ক্ষমতার সীমা অতিক্রম করেছেন। ওই সময় কোম্পানিগুলোকে শুল্ক বাবদ পরিশোধ করা কয়েক হাজার কোটি ডলার ফেরতও দেওয়া হয়েছিল। তবে, তখন থেকেই আমদানি শুল্ক আরোপের বিকল্প উপায়গুলো খতিয়ে দেখতে শুরু করে হোয়াইট হাউস। যার মধ্যে একটি অস্থায়ী সমাধান হিসেবে এই ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

এদিকে, ব্রাজিল ও কানাডার মতো দেশগুলোর ওপরও বিভিন্ন ধরনের একগুচ্ছ শুল্ক আরোপ করেছে ওয়াশিংটন। পাশাপাশি বর্তমানে স্থগিত থাকলেও পাল্টাপাল্টি শুল্ক যুদ্ধে লিপ্ত রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও চীনও। অর্থনীতিবিদরা সতর্ক করে বলেছেন যে, উচ্চ শুল্কের কারণে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে কফি এবং মাইক্রোওয়েভের মতো নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আরও ব্যয়বহুল হয়ে উঠতে পারে। যেহেতু আমদানিকারক কোম্পানিগুলোকেই কর পরিশোধ করতে হয়, তাই সেই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো প্রায়ই উচ্চমূল্যের মাধ্যমে ক্রেতাদের ওপর অতিরিক্ত খরচের বোঝা চাপিয়ে দেয়। শ্রম বিধিমালার মতো বাণিজ্যবহির্ভূত বিষয়ের মাধ্যমে মেক্সিকোর মতো অন্যান্য দেশের ওপরও চাপ সৃষ্টি করতে এই শুল্কগুলো ব্যবহার করেছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। এর জবাবে অনেক বাণিজ্য অংশীদার দেশ ইতোমধ্যে সম্ভাব্য আইনি লড়াই অথবা পাল্টা শুল্ক আরোপের বিষয়টি বিবেচনা করছে। মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধি বর্তমানে ১৬টি দেশের ওপর তদন্ত পরিচালনা করছেন, যা মার্কিন আমদানির সিংহভাগ জুড়ে রয়েছে এবং এই দেশগুলোর বিরুদ্ধে উৎপাদন সক্ষমতা অতিরিক্ত বাড়ানোর অভিযোগ আনা হয়েছে, যা চলতি বছরের শেষের দিকে অতিরিক্ত শুল্ক আরোপের পথ প্রশস্ত করতে পারে।

অন্য দেশগুলো কী বলেছে?

ব্রাজিলসহ কয়েকটি দেশ এ ঘোষণার প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। ব্রাজিলের সরকার যুক্তরাষ্ট্রের এ পদক্ষেপকে 'অন্যায্য' এবং 'খামখেয়ালিপূর্ণ' বলে অভিহিত করেছে। তাদের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, শ্রমিকদের অধিকার সম্পর্কিত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়কে নিজেদের সুরক্ষাবাদী বাণিজ্য নীতির সমর্থনে ব্যবহার করার জন্য ওয়াশিংটন বেছে নিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের নতুন ১২.৫ শতাংশ শুল্কের মুখে পড়া ব্রাজিল আরও জানিয়েছে, তারা তাদের আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবে এবং পণ্য বিক্রির জন্য অন্যান্য বাজারও বিবেচনা করবে। এর আগে, এ মাসের শুরুতে যুক্তরাষ্ট্র ব্রাজিল থেকে আমদানি করা আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি, চিনি এবং অন্যান্য পণ্যের ওপর পৃথকভাবে ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করে। তবে গরুর মাংস ও কফিসহ কিছু পণ্যের ক্ষেত্রে অব্যাহতি বহাল রাখা হয়। জাপান সরকার শুক্রবার জানিয়েছে, নতুন মার্কিন শুল্ক আরোপের ঘটনায় তারা "দুঃখ প্রকাশ" করছে। তাদের বক্তব্য, জাপানের বাণিজ্য আন্তর্জাতিক নিয়মের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই পরিচালিত হয়। অস্ট্রেলিয়ার বাণিজ্যমন্ত্রী ডন ফ্যারেল বলেছেন, এই শুল্ক আরোপ "সম্পূর্ণভাবে অন্যায্য"। তিনি আরও বলেন, তার দেশের পণ্যের ওপর আরোপিত সব শুল্ক প্রত্যাহারের জন্য তিনি ওয়াশিংটনের ওপর চাপ অব্যাহত রাখবেন। চীন এর আগেও বলেছে যে, তারা যে-কোনো ধরনের একতরফা শুল্ক আরোপের বিরোধী। একই সঙ্গে দেশটি জোরপূর্বক শ্রম ব্যবহারের অভিযোগও অস্বীকার করেছে। চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মাও নিং বলেছেন, "চীনে তথাকথিত কোনো জোরপূর্বক শ্রম নেই এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে প্রভাব খাটানোর অজুহাত হিসেবে এ বিষয়টি ব্যবহার করার আমরা বিরোধিতা করি।" তবে বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন বলেছে, চীনে জোরপূর্বক শ্রমের অস্তিত্ব রয়েছে, বিশেষ করে শিনজিয়াং অঞ্চলের মুসলিম জাতিগত সংখ্যালঘুদের মধ্যে। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৪.০৭.২০২৬ আলী আহমেদ)

মাথায় কৃত্রিম খুলি নিয়ে ছোট্ট মুসার বেঁচে থাকা

হাতে ছোট্ট একটা খেলনা পিয়ানো। একমনে সেটায় টুং টাং শব্দে সুর তুলতে ব্যস্ত সাড়ে আট বছরের শিশু বাসিত খান মুসা। তবে ভালোভাবে খেয়াল করতেই দেখা গেলো, সে আসলে পিয়ানো বাজাচ্ছে একটি হাত দিয়ে। শুধু বাম হাতে সুর তুলছে, আর ডান হাত অলস পড়ে আছে সোফায়। শিশুটির নাকে লাগানো তরল খাবারের নল। যেটি সার্বক্ষণিক এভাবেই লাগানো থাকে। মুসার বাবা মুস্তাফিজুর রহমান জানালেন, তার শরীরের ডান অংশ অর্থাৎ ডান হাত, ডান পা'সহ 'পুরোটাই প্যারালাইজড'। ফলে সে ডান অংশ দিয়ে কোনো কিছু করতে পারে না। "গুলিটা ওর লেগেছিল মাথার বাম অংশে। এক পাশ দিয়ে ঢুকে সাইড দিয়ে বেরিয়ে যায়। তারপর থেকেই ওর এই অবস্থা। দীর্ঘদিনের চেষ্টায় জীবনটা বেঁচে গেছে। কিন্তু এরকম -একপাশ অবশ, কথা বলতে পারে না, চিবিয়ে খেতে পারে না, তরল খাবার দিতে হয়," বলেন মুস্তাফিজুর রহমান। বাংলাদেশে ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে চৌদ্দ হাজারের বেশি আহত হয়েছেন। মারাও গেছেন অনেকে। সেই আহতদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ শিশু। আবার সেই সময় যারা নির্বিচারে গুলিতে নিহত হয়েছেন, তাদেরও অনেকের বয়স চার বছর থেকে সতের বছরের মধ্যে। জুলাই শহিদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনের হিসেবে জুলাই আন্দোলনে এরকম নিহত শিশুর সংখ্যা ১২৮ জন। জুলাইয়ের সেই গণ-অভ্যুত্থানের পরে এখন দুই বছর পেরিয়ে গেছে। কিন্তু সেই সহিংসতার ক্ষত এখনো বয়ে বেড়াচ্ছে অনেক শিশু-কিশোর।

একই গুলিতে আহত নাতি, মৃত্যু ঘটে দাদীর

দিনটা ছিলো ২০২৪ সালের ১৯ জুলাই। মুসা তার বাবার কাছে বায়না ধরে আইসক্রিম খাওয়ার। বাবা রাজি হন। একপর্যায়ে বাবার সঙ্গে ফ্লাট থেকে নিচে নেমে আসে শিশুটি। একটু পেছনেই ছিলেন তার দাদী মায়া ইসলাম। তাদের বাড়ি ছিল ঢাকার রামপুরায়। ঠিক সেই সময় বাইরে হঠাৎ শুরু হয় পুলিশের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া। শুরু হয় গোলাগুলি। মুসা বাড়ির গ্যারেজে তার বাবার সঙ্গেই দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ একটি বুলেট ছুটে আসে সেখানে। মুস্তাফিজুর রহমান বিবিসি বাংলাকে বলেন, "যখন গুলিটা আসলো বাইরে থেকে, তখন সবাই একটা চিৎকার দিলো। আমিও চিৎকার দেই। পরে দেখি যে, আমার ছেলেটা মাটিতে শুয়ে আছে। আর মাথা দিয়ে রক্ত বের হচ্ছে। তখনই আমি বুঝতে পারি যে, গুলিটা ওকেই লাগছে। আমি তখন ওকে বুকে নিয়ে হাসপাতালের উদ্দেশ্যে দৌড় দেই।" তখনও মুস্তাফিজুর রহমান জানতেন না যে, পেছনেই তার মা গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। "আমি তো পাগলের মতো মুসাকে নিয়ে বাইরে দৌড় দিছি। ওই গুলিটাই যে আমার মায়ের পেটে ঢুকে আরেকপাশ দিয়ে বের হয়ে গেছে, আমি জানতাম না। আমি মুসাকে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে যাওয়ার পর আম্মার নাম্বারে কল দিচ্ছিলাম। কিন্তু কেউ রিসিভ করছিলো না। পরে বাড়ির কেয়ারটেকারের নাম্বার থেকে কল আসে যে, আম্মার গুলি লাগছে!" যোগ করেন মুস্তাফিজুর রহমান। তার মা একদিন পরেই মারা যায়। কিন্তু সেদিকে তখন ঘুরে তাকানোরও সময় ছিল না মুস্তাফিজের। কারণ সাড়ে ছয় বছরের মুসা তখন আইসিইউতে ভর্তি, জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে। "আমি আমার মায়ের দাফন করতেও যেতে পারিনি। কারণ তখন ছেলেকে দেখার মতো কেউ ছিল না।"

আইসিইউতে নয় মাস, মাথায় অপারেশন একুশবার

সন্তানকে বাঁচানোর চেষ্টা চালিয়ে যান মুস্তাফিজুর রহমান। ঢাকা মেডিকেল হয়ে সিএমএইচ, এরপর বিদেশে উন্নত চিকিৎসা, সবকিছুই চলতে থাকে সরকারি-বেসরকারি সহায়তায়। কোটি কোটি টাকার ব্যয়বহুল চিকিৎসা। এরমধ্যে প্রায় একটানা সাত মাস বাসিত খান মুসাকে থাকতে হয় আইসিউতে। মুস্তাফিজুর রহমান বলেন, "ওর অপারেশন হয়েছে দেশে এবং বিদেশে মিলিয়ে মোট একুশটা। সবগুলোই ওর মাথায়। এতগুলো সার্জারি হয়েছে যে, মাথার খুলির একপাশের হাড় আর লাগানোর মতো অবশিষ্ট ছিল না। "পরে একপাশে কৃত্রিম খুলি লাগিয়ে দেওয়া হয়। ওর মাথার ডান পাশে আরেকটা যন্ত্র লাগানো আছে। যেটা দিয়ে মাথার ভেতরে একটা পানি বের হয়, সেই পানিটা ওই যন্ত্র দিয়ে পেটে পাঠানো হয়। নইলে ওর মাথা ফুলে যায়, প্রচণ্ড ব্যাথা হয়।" দিনের পর দিন চিকিৎসা, সার্জারি আর ঔষধ চলার পর এখন মুস্তাফিজুর রহমানের সন্তান আগের চেয়ে কিছুটা সুস্থ হয়েছে। "ও তো কোনো নড়াচড়াই করতে পারতো না। গুলিবিদ্ধ হওয়ার সাত মাস পর আমরা ওর কাছে প্রথম বাবা, মা- এই শব্দগুলো শুনছি। এখনও ও কথা বলতে পারে না। দুয়েকটা শব্দ বলে শুধু। চলতে-ফিরতে পারে না। তবে সবকিছু বুঝে, শুনতে পায়।" মুস্তাফিজ আশায় আছেন তার সন্তান শিগ্গিরই হয়ত আরো সুস্থ হয়ে উঠবে, চলাফেরা করতে পারবে। কিন্তু চিকিৎসা নিয়ে তার উদ্বেগ আছে। "আমাদের একটা ফলোআপে যাওয়ার কথা ছিলো সিঙ্গাপুরে। কিন্তু টাকার অভাবে যেতে পারছি না। ডেট মিস হয়ে গেছে। সরকার পরিবর্তন হয়ে গেছে। এখন নাকি সবকিছু নতুন করে আবেদন করতে হবে।" "ফলে মন্ত্রণালয় থেকে টাকার বিষয়ে কোনো খবর পাচ্ছি না। আবার ওর জন্য যে ওষুধ এবং তরল খাবার দরকার, সেটা শুধু বিদেশেই পাওয়া যায়। ইতোমধ্যেই ওর দুধ শেষ," বলেন মুস্তাফিজুর রহমান।

ছেলে জীবিত থাকতে সময় দিতে পারি নাই' আক্ষেপ বাবার

জুলাই আন্দোলনে 'শহিদদের তালিকা' করেছে সরকার। সর্বশেষ যে সরকারি হিসাব, সেখানে গেজেটভুক্ত 'শহিদের সংখ্যা' আটশত তেতাল্লিশ। তবে এরমধ্যে শুধু শিশু-কিশোরের সংখ্যা একশত আটাশ, যারা সকলেই জুলাই আন্দোলনে নিহত হয়েছেন। সেই একশত আটাশ জনেরই একজন সাভারের মাদ্রাসা ছাত্র ছায়াদ মাহমুদ খান। বয়স সাড়ে বারো বছর। সাভারে আন্দোলনে গিয়ে গুলি লাগে তার ডান পায়ের উরুতে। পরে রক্তক্ষরণেই মারা যায়। তার বাবা বাহাদুর

খান জানান, সেদিন তার ছেলে মাদ্রাসায় গিয়েছিল। একপর্যায়ে রাস্তায় শিক্ষার্থীরা মিছিল শুরু করলে সে-ও অংশ নেয়। "আমি ওরে নিষেধ করছিলাম মিছিলে যেতে। কিন্তু মাদ্রাসা থেকে বের হয়েই যোগ দিছে মিছিলে। তারপর যখন মিছিলে গুলি হয়, একটা গুলি আইসা লাগে ওরে," বলেই কান্নায় ভেঙে পড়েন বাহাদুর খান। "যখন ওর গুলি লাগে, সে মনে করেন প্রায় পঞ্চাশ ফুট পর্যন্ত রাস্তা ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে আসার চেষ্টা করছে। তারপর পইরা যায়। পরে আমি ভিডিও ফুটেজে এগুলান দেখছি। পইরা যাওনের পর সে আবার দেয়াল ধইরা দুই হাত দিয়া উঠার চেষ্টা করছে। কিন্তু পারে নাই। দেয়ালে ওর হাতের রক্তের ছাপ লাইগা যায়।" ছেলের কথা বলতে গিয়ে অঝোর ধারায় কাঁদছিলেন বাহাদুর খান। ছায়াদ মাহমুদের লাশ পরে তার বাবা খুঁজে পান এনাম মেডিকেলে। সেই লাশ নেওয়া এবং পরে দাফন করতে গিয়ে মুখোমুখি হন আরেক সমস্যার। "সাভার থেকে অটোরিকশায় করে লাশ নিয়া গেছি মানিকগঞ্জে। রাত ৯টার দিকে পৌছাই গ্রামে। সেখানে আমার গ্রামেরই আওয়ামী লীগের লোকেরা আমাকে বলতেছে, তুই জঙ্গি। তোর ছেলে মাদ্রাসায় পড়ে, আন্দোলনে গেছে- এইসব বলতেছে। তারপর চাপ দেয় রাতেই দাফন করতে।" বাহাদুর খান রাতে দাফন করতে রাজি হননি। তখন তাকে পুলিশের ভয় দেখানো হয় বলে দাবি করেন তিনি। "আমি বলছি, আমার বোন আসবে। আমি ওরে সকাল ৯টায় মাটি দেব। ওরা আবার রাত ২টায় আইসা বলে থানা থেকে বলছে রাতেই দাফন করতে। আমি তখন বলি, ভাইরে! আমারে তোমরা জেলে নিলে নেও। আমি রাতে মাটি দিমু না।" বাহাদুর খান একসময় প্রবাসে ছিলেন। একটানা বারো বছর ছিলেন সৌদি আরব। এরপর যান দক্ষিণ আফ্রিকায়। সেখানে ছিলেন চার বছর। প্রবাসে থাকায় সন্তানকে সময় দিতে পারেননি। দেশে ফিরে সন্তানকে ঠিকমতো বুঝে ওঠার আগেই হারিয়ে ফেলেছেন। সেই যে আক্ষেপ, সেটাই এখন কাঁটা হয়ে বিধে আছে তার মনে। তিনি বলেন, "আমার ছেলে শুধু আমার সঙ্গে থাকতে চাইতো। আমি আগেও প্রবাসে থাকায় ছেলেরে সময় দিতে পারি নাই। দেশে আসার পরেও সেইভাবে পারি নাই। এখন ওর কথা মনে উঠলে আমার ভিতরটা ফাইট্টা যায়। যখন ও জীবিত ছিল, তখনতো আমি ও-কে টাইম দিতে পারি নাই। আর এখন মরার পর ওরে টাইম দিতে পারি যখন কবর জিয়ারত করতে যাই। জীবিত থাকতে সময় দিতে পারি নাই। এখন কবরে গিয়া সময় দিয়া আসি।"(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৪.০৭.২০২৬ আলী আহমেদ)

মো. সাহাবুদ্দিনকে গ্রেফতার করে বিচারের আওতায় আনার দাবি এনসিপির

সদ্য পদত্যাগকারী রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনকে গ্রেফতার করে বিচারের আওতায় আনার দাবি জানিয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সদস্য সচিব আখতার হোসেন। আজ শুক্রবার ঢাকার বাংলামোটরে দলীয় কার্যালয়ে এক জরুরি সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ দাবি জানান। আখতার হোসেন বলেন, "রাষ্ট্রপতির পদ থেকে সাহাবুদ্দিন চুপ্পুর অপসারণের জন্য আমরা দীর্ঘ সময় ধরে আন্দোলন-সংগ্রাম করেছি...তবে আমরা চেয়েছিলাম, সংসদে অভিশংসনের মধ্য দিয়ে তাকে অপসারণ করতে হবে। কিন্তু সরকার অভিসংশনের পথে না গিয়ে এই ফ্যাসিবাদের দোসরকে আজকে পদত্যাগের সুযোগ দিয়েছে।" "অসুস্থতার কথা বললেও তিনি তার পদত্যাগপত্রের মাঝে এমনভাবে ন্যারেটিভ সাজিয়েছে, যা আসলে তার জন্য একটি সেফ এক্সিটের জায়গা তৈরি করতে পারে। সাহাবুদ্দিন চুপ্পুকে সেফ এক্সিট দেওয়ার কোনো মানেই নেই। সাহাবুদ্দিন চুপ্পু যত অপরাধ করেছে, সেগুলোর জন্য তাকে অবশ্যই বিচারের আওতায় আনতে হবে।" মি. হোসেন আরও বলেন, সদ্য পদত্যাগকারী রাষ্ট্রপতি যদি বিচারের আওতায় না আসেন, "তাহলে চব্বিশের অভ্যুত্থানে যারা জীবন দিয়েছেন, তাদের বিচার অপূর্ণাঙ্গ থেকে যাবে।" "এতদিন পর্যন্ত সাহাবুদ্দিন চুপ্পু রাষ্ট্রপতির পদে আসীন থাকার কারণে তার বিরুদ্ধে কোনো আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব হয় নাই। কিন্তু সাহাবুদ্দিন চুপ্পু পদত্যাগ করা মাত্রই তার দায়মুক্তির আর কোনো জায়গা নেই। অনতিবিলম্বে তাকে গ্রেফতার করে বিচারের আওতায় আনতে হবে," যোগ করেন আখতার হোসেন। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৪.০৭.২০২৬ নারগীস)

স্বৈরাচারের একটা কালো ছায়া সরে গেল, রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ প্রসঙ্গে জামায়াত আমির

"স্বৈরাচারের একটা কালো ছায়া সরে গেল। তিনি কী কারণে পদত্যাগ করেছেন, সে ব্যাপারে আমাদের কোনো আগ্রহ নাই। আমরা আগে থেকেই বিবেচনায় নিয়েছি যে, তিনি প্রেসিডেন্ট পদে থাকার আর যোগ্য নন, তিনি তার যোগ্যতা হারিয়েছেন," বাংলাদেশের ২২তম রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের পদত্যাগ প্রসঙ্গে এ কথা বলেন সংসদের বিরোধীদলীয় নেতা ও জামায়াতের আমির ডা. শফিকুর রহমান। রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ পরবর্তী সংবাদ সম্মেলন আজ সন্ধ্যার দিকে তিনি এসব বলেন। ২০২৪ সালের জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় রাষ্ট্রপতি হিসেবে মো. সাহাবুদ্দিনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন জামায়াত আমির। তিনি বলেন, "গণহত্যার বিরুদ্ধে তিনি একটা কথাও উচ্চারণ করেননি।" জাতীয় সংসদের স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হওয়ায় মি. রহমান তাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। সেইসাথে, তিনি আরও বলেছেন, "আমরা তাকে আশ্বস্ত করছি যে তিনি যতদিন দায়িত্ব পালন করবেন, আমরা আশা করবো যে তিনি ন্যায়নিষ্ঠভাবে, নির্মোহভাবে দায়িত্ব পালন করবেন। কারো প্রতি কোনো পক্ষপাতিত্ব করবেন না। যদি এইভাবে তিনি দায়িত্ব পালন করেন, আমরা তাকে সর্বাত্মক সহায়তা করবো।" সংবিধান অনুযায়ী, আগামী তিন মাসের মধ্যে পরবর্তী রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করতে হবে। সেই প্রক্রিয়ার বিষয়ে শফিকুর রহমানের বক্তব্য, "৯০ দিনের মাঝে পরবর্তী প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার কথা। যেহেতু এর মাঝেই সংসদ অধিবেশন হওয়ার কথা রয়েছে, কাজেই স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায়ই সেই প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। আমাদের ভূমিকা কী হবে, সময় এলেই দেখতে পাবেন।" "একাধিক প্রার্থী হলে সংসদে ভোটাভুটির মাধ্যমে যিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট পাবেন, তিনিই প্রেসিডেন্ট হবেন।" এদিকে, বাংলাদেশ খেলাফত

মজলিসের আমির মামুনুল হক একটি বিবৃতিতে বলেছেন, "সাহাবুদ্দিন চুপ্পুর পদত্যাগ যথেষ্ট নয়; অবিলম্বে গ্রেপ্তার করে বিচারের মুখোমুখি করতে হবে।" অবিলম্বে মো. সাহাবুদ্দিনকে গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছে জাতীয় নাগরিক পার্টিও। আজ দলটি তাদের ভেরিফায়েড ফেসবুক পাতায় এ কথা জানিয়েছে। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৪.০৭.২০২৬ নারগীস)

বাংলাদেশে কোন কোন রাষ্ট্রপতি তাদের মেয়াদ পূর্ণ করতে পারেননি?

তিন বছর তিন মাস দায়িত্ব পালনের পর পদত্যাগ করেছেন বাংলাদেশের ২২তম রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন। মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার এক বছর নয় মাস বাকি থাকতেই সরে গেলেন তিনি। সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির মেয়াদ পাঁচ বছর হলেও স্বাধীন বাংলাদেশের ৫৫ বছরের ইতিহাসে অনেক রাষ্ট্রপতিই সেই মেয়াদ শেষ করতে পারেননি। কারও দায়িত্ব শেষ হয়েছে রাজনৈতিক অস্থিরতায়, কারও বিদায় এসেছে সামরিক হস্তক্ষেপে, কেউ স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেছেন, আবার কেউ কেউ নিহত হয়েছেন সামরিক অভ্যুত্থানে। সবশেষ মো. সাহাবুদ্দিনও রাষ্ট্রপতি পদে মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগেই সরে গেলেন। আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ২০২৩ সালের ২৪শে এপ্রিল শপথ নিয়েছিলেন মো. সাহাবুদ্দিন। এক বছর পর ২০২৪ সালের অগাস্টে আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হলেও তিনি রাষ্ট্রপতি পদে রয়ে যান। তার কাছেই শপথ নেন শেখ হাসিনার পতনের পর গঠিত অন্তর্বর্তী সরকারের সদস্যরা। আওয়ামী লীগের নিয়োগ করা রাষ্ট্রপতি হিসেবে অন্তর্বর্তী সরকারের দেড় বছরে বেশ কয়েকবারই তার পদত্যাগের দাবি উঠেছে। কিন্তু বিএনপি সেসময় রাষ্ট্রপতি পদে তার বহাল থাকার পক্ষে অবস্থান নিয়েছিল। দলটির নেতারা বলেছিলেন, রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হলে সাংবিধানিক ও রাজনৈতিক সংকট তৈরি হতে পারে। এরইমধ্যে গত বছরের ডিসেম্বরে বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে মো. সাহাবুদ্দিন উল্লেখ করেন, অন্তর্বর্তী সরকারের কারণে তিনি "অপমানিত" হয়েছেন এবং ফেব্রুয়ারির সংসদ নির্বাচনের পর পদত্যাগ করতে চান। এরপর ১২ ফেব্রুয়ারির জাতীয় নির্বাচনে জয়ী হয়ে বিএনপি সরকার গঠন করলে তিনিই তারেক রহমানসহ নতুন সরকারের সদস্যদের শপথ পড়ান। ওই সময়ও আলোচনা তৈরি হয়েছিল, বিএনপি সরকার তাকে রাখবে নাকি সরিয়ে দেবে। তখন বিএনপির একাধিক নেতা বিবিসি বাংলাকে বলেছিলেন, বর্তমান রাষ্ট্রপতির মেয়াদের এখনো অনেকটা সময় বাকি আছে। বিষয়টি নিয়ে তাদের মধ্যে কোনো আলোচনা হয়নি। তবে পাঁচ মাস পরেই এখন আবার রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। শেষপর্যন্ত ২৪শে জুলাই "গুরুতর শারীরিক অসুস্থতার" কারণ দেখিয়ে পদত্যাগ করেন মো. সাহবুদ্দিন।

শেখ মুজিবুর রহমান : প্রথম রাষ্ট্রপতি থেকে আবার রাষ্ট্রপতি

শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি করে মুক্তিযুদ্ধের সময়, ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল মুজিবনগর সরকার নামে অভিহিত বাংলাদেশের প্রবাসী সরকার গঠন করা হয়েছিল। যেহেতু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি ছিলেন, সেজন্য অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ছিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম। পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি দেশে আসার পর শেখ মুজিবুর প্রধানমন্ত্রী হন এবং রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয় বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে দেশে ফিরে দু-দিন পর ১২ই জানুয়ারি তিনি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন। ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি সংবিধান পরিবর্তনের মাধ্যমে দেশে একদলীয় শাসনব্যবস্থা চালু করে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার। এর মাধ্যমে দেশে রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার প্রবর্তন করা হয়। শেখ মুজিবুর রহমান পুনরায় রাষ্ট্রপতি হন। শেখ মুজিবুর রহমানের যে পদক্ষেপ নিয়ে এখনো সবচেয়ে বেশি বিতর্ক হয়, সেটি হচ্ছে একদলীয় শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা। এই শাসন ব্যবস্থা বাকশাল নামে পরিচিত। এই শাসন ব্যবস্থা শেখ মুজিবুর রহমান খুব বেশি দিন ধরে রাখতে পারেননি। বাকশাল প্রবর্তনের মাত্র সাত মাসের মাথায় সেনাবাহিনীর তৎকালীন কিছু কর্মকর্তা তাকে হত্যা করে। শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার পর ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব নেন খন্দকার মোশতাক আহমদ।

আবু সাঈদ চৌধুরী : স্বেচ্ছায় পদত্যাগ

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর আবু সাঈদ চৌধুরী লন্ডন থেকে ফিরে ১৯৭২ সালের ১২ জানুয়ারি রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব নেন। তখন শেখ মুজিবুর রহমান হয়ে যান প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু রাষ্ট্রপতি পদে থাকার সময় নানা বিষয় নিয়ে আবু সাঈদ চৌধুরীর মধ্যে অস্বস্তি তৈরি হয়েছিল এবং বিষয়গুলো তিনি শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে প্রকাশও করেছিলেন। মি. চৌধুরী মনে করতেন, তাকে অবহেলায় রাখা হয়েছে এবং তিনি দেশের কোনো কাজে লাগছেন না। পরিস্থিতি এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে মানসিক দূরত্ব তৈরি হয়েছিল। এমন প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্রপতি আবু সাঈদ চৌধুরী পদত্যাগ করেন ১৯৭৩ সালের ২৪ ডিসেম্বর।

মুহম্মদুল্লাহ: দায়িত্বে এক বছর

আবু সাঈদ চৌধুরীর পদত্যাগের পর রাষ্ট্রপতি করা হয় মুহম্মদুল্লাহকে। তিনি ছিলেন তৎকালীন জাতীয় সংসদের স্পিকার। ১৯৭৪ সালের ২৭ জানুয়ারি থেকে ১৯৭৫ সালে ২৫ জানুয়ারি পর্যন্ত এই পদে ছিলেন তিনি। তৎকালীন সরকার তাকে খুব একটা মূল্যায়ন করতো না বলে পত্রপত্রপত্রিকায় উঠে এসেছিল। শেখ মুজিবুর রহমান একদলীয় শাসন ব্যবস্থা কায়েম করার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রপতি মুহম্মদুল্লাহর মেয়াদ শেষ হয়।

খন্দকার মোশতাক আহমেদ: ৮১ দিনের রাষ্ট্রপতি

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট শেখ মুজিবুর রহমান হত্যাকাণ্ডের পর খন্দকার মোশতাক আহমদ রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব নেন। তিনি মোট ৮১ দিন রাষ্ট্রপতি ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় তিনি ছিলেন মুজিবনগর সরকারের পররাষ্ট্র, আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী। স্বাধীনতার পর শেখ মুজিবুর রহমানের মন্ত্রিসভায় তিনি বিদ্যুৎ, সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং পরে তাকে বাণিজ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব দেওয়া হয়। শেখ মুজিবুর রহমানের গঠিত বাকশালে খন্দকার মোশতাক আহমদ ছিলেন কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য। ১৯৭৫ সালের তেসরা নভেম্বর মেজর জেনারেল খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে একটি অভ্যুত্থানের পর ৫ নভেম্বর তাকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়।

বিচারপতি আবু সায়েম : সামরিক শাসনের চাপে বিদায়

খন্দকার মোশতাক আহমেদ ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পরে আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম ১৯৭৫ সালের ৬ নভেম্বর রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নেন। তিনি ছিলেন বাংলাদেশের প্রথম প্রধান বিচারপতি। তিনি রাষ্ট্রপতি হলেও তখন রাষ্ট্রক্ষমতা ছিল কার্যত তৎকালীন সেনাপ্রধান জিয়াউর রহমানের হাতে। ইতিহাসবিদরা মনে করেন, আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম ছিলেন 'ক্ষমতাহীন' রাষ্ট্রপতি। রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণের পর তিনি সংসদ ও মন্ত্রিপরিষদ ভেঙে দিয়ে সারা দেশে সামরিক আইন জারি করেন এবং নিজেকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ঘোষণা করেন। এ বিষয়টিকে অনেকে নজিরবিহীন বলে বর্ণনা করেন। একজন সাবেক প্রধান বিচারপতি এবং বেসামরিক রাষ্ট্রপতি কীভাবে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হতে পারেন সেটি নিয়ে অনেক প্রশ্ন উঠেছিল। রাষ্ট্রপতি পদ থেকে পদত্যাগের পর অবসর জীবনে আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম একটি বই লিখেছেন 'অ্যাট বঙ্গভবন : লাস্ট ফেইজ'। সেখানে তিনি উল্লেখ করেন, অনেকটা তাড়াহুড়ো করেই তিনি রাষ্ট্রপতির পদ থেকে সরে যান। মূলত, তাৎকালীন সেনাপ্রধান জিয়াউর রহমান চাননি যে আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম আর রাষ্ট্রপতি থাকুক। ১৯৭৭ সালের ২১ এপ্রিল পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি ছিলেন আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম। যদিও মি. সায়েম-এর পদত্যাগের কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছিল তার ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যের বিষয়টি।

জিয়াউর রহমান : হত্যাকাণ্ডের শিকার রাষ্ট্রপতি

রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের তালিকায় জিয়াউর রহমানের দায়িত্বকালও দু'টি পর্বে দেখানো হয়েছে। ১৯৭৭ সালের ২১ এপ্রিল তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েম সরিয়ে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হন তৎকালীন সেনাপ্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান। এরপর তিনি ১৯৭৮ সালের ১২ জুন পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। পরে ওই বছর নির্বাচনে জয়ী হয়ে ওই দিন-ই তিনি নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি হিসেবে নতুন করে শপথ নেন। তার আগে ওই বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে জিয়াউর রহমান উপ-রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবদুস সাত্তারকে প্রধান করে জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক দল (জাগদল) প্রতিষ্ঠা করেন। ছয়টি রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে গঠিত ফ্রন্টের মনোনীত প্রার্থী হিসেবে জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিজয়ী হন। তবে এ নির্বাচন নিয়েও বেশ বিতর্ক ছিল। জিয়াউর রহমান সেনাবাহিনীর প্রধানের পদ না ছেড়েই রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করেন। পরবর্তীতে তিনি ১৯৭৮ সালের পহেলা সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বা বিএনপি গঠন করেন। ১৯৭৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত বিতর্কিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপি সংসদের ৩০০ আসনের মধ্যে ২০৭টি আসনে জয়লাভ করে। ১৯৮১ সালের ৩০ মে চট্টগ্রামে সার্কিট হাউসে একদল সেনা কর্মকর্তা জিয়াউর রহমানকে হত্যা করে।

আবদুস সাত্তার : সামরিক অভ্যুত্থানে অপসারিত

রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান নিহত হওয়ার সময় বিচারপতি আবদুস সাত্তার ছিলেন উপ-রাষ্ট্রপতি। কিন্তু জিয়াউর রহমান হত্যাকাণ্ডের পর ১৯৮১ সালের ৩০ মে তিনি অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হন। দায়িত্ব গ্রহণের ছয় মাসের মধ্যে ১৫ নভেম্বর দেশব্যাপী অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ৬৬ শতাংশ ভোট পেয়ে তিনি রাষ্ট্রপতি হিসেবে নির্বাচিত হন। যদিও সে নির্বাচন নিয়ে বেশ বিতর্ক ছিল। কিন্তু নির্বাচিত হওয়ার চার মাসের কিছু বেশি সময় পর, ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ সেনাপ্রধান হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করেন। স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাসে তিনিই প্রথম নির্বাচিত বেসামরিক রাষ্ট্রপতি, যাকে সরাসরি সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে অপসারণ করা হয়।

আহসান উদ্দীন : সামরিক শাসনের ছায়ায় রাষ্ট্রপতি

১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ তৎকালীন সেনাপ্রধান এইচ এম এরশাদ রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেন নিজেকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে ঘোষণা করেন। এর তিনদিন পর তিনি আবুল ফজল মোহাম্মদ আহসান উদ্দীন চৌধুরীকে রাষ্ট্রপতি পদে বসান। কিন্তু বিচারপতি চৌধুরীর কোনো প্রকার কর্তৃত্ব ছিল না, কারণ ঘোষিত সামরিক আইনে সুনির্দিষ্টভাবে বলা ছিল যে সিএমএলএ'র উপদেশ বা অনুমোদন ব্যতীত রাষ্ট্রপতি কোনো ক্ষমতা প্রয়োগ বা কোনো ভূমিকা পালন করতে পারবেন না। আহসান উদ্দিন চৌধুরী ২০ মাসের মতো রাষ্ট্রপতি পদে ছিলেন। এক পর্যায়ে জেনারেল এরশাদ আহসান উদ্দিন চৌধুরীকে সরিয়ে দিয়ে নিজেই রাষ্ট্রপতি হন।

এইচ এম এরশাদ : গণ-অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত

হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের রাষ্ট্রপতির দায়িত্বকাল রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের তালিকায় দুই ভাগে দেখানো হয়েছে। প্রথম পর্বে তিনি সামরিক শাসক হিসেবে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন। পরে তিনি রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জয়ী হয়ে নতুন করে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। মূলত, ১৯৮১ সালের ৩০ মে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের হত্যাকাণ্ডের পর থেকেই হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ বিভিন্ন সংবাদপত্রে রাজনীতিতে তার আগ্রহ প্রকাশ করতে থাকেন। বাংলাপিডিয়ার তথ্য অনুযায়ী,

এরপর ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ রাষ্ট্রপতি আবদুস সাত্তারের নির্বাচিত সরকারকে উৎখাত করে তিনি রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করেন। তিনি দেশের সংবিধানকে রহিত করেন, জাতীয় সংসদ বাতিল করেন এবং সাত্তারের মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করেন। সেইসাথে, তিনি নিজেকে দেশের সশস্ত্রবাহিনীর সর্বাধিনায়ক ঘোষণা করেন, যে সাংবিধানিক পদটি একজন নির্বাচিত রাষ্ট্রপ্রধানের প্রাপ্য ছিল। তিনি ঘোষণা করেন যে, ভবিষ্যতে সামরিক আইনের অধীনে জারিকৃত বিধিবিধান ও আদেশই হবে দেশের সর্বোচ্চ আইন এবং এর সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ সকল আইন অকার্যকর হবে। এরপর এরশাদ ১৯৮২ সালের ২৭ মার্চ বিচারপতি আবুল ফজল মোহাম্মদ আহসান উদ্দীন চৌধুরীকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে অধিষ্ঠিত করেন। কিন্তু বাস্তবে তিনি কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন না। কারণ সামরিক আইন (মার্শাল ল) অনুযায়ী, প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক বা সিএমএলএ-এর পরামর্শ বা অনুমোদন ছাড়া রাষ্ট্রপতি কোনো ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারতেন না। ১৯৮৩ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত এরশাদ প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক (সিএমএলএ) হিসেবে দেশ শাসন করেন। এরপর তিনি রাষ্ট্রপতি আহসান উদ্দীন চৌধুরীকে অপসারণ করে ১৯৮৩ সালের ১১ ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন, প্রায় দুই বছর ১০ মাস এভাবেই চলে। এরপর ১৯৮৬ সালে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং সে বছরের ২৩ অক্টোবর নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি হিসেবে নতুন করে শপথ নেন তিনি। এরপর সামরিক আইন প্রত্যাহার করা হয়। এরশাদ সেনাবাহিনী থেকে অবসর নিয়ে জাতীয় পার্টির প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশ নেন এবং নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি হিসেবে নতুন করে শপথ নেন। এরপর সামরিক আইন প্রত্যাহার করা হয়। কিন্তু নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি হিসেবে প্রায় চার বছর এক মাস দায়িত্ব পালন করেন তিনি। ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর গণ-অভ্যুত্থানের মুখে তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। তিনি ক্ষমতায় থাকার সময় দুটো সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়- একটি ১৯৮৬ সালে এবং আরেকটি ১৯৮৮ সালে। এ দুটি নির্বাচন নিয়েই বিতর্ক ছিল। সবমিলিয়ে, তখন সবগুলো বড় রাজনৈতিক দল একত্রিত হয়ে তার বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামে এবং তিনি তখন বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর করেন।

বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ : দুই মেয়াদের রাষ্ট্রপতি

অধ্যাপকএ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরীর আগের রাষ্ট্রপতি ছিলেন বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ। রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের তথ্য অনুযায়ী, তিনি দুই মেয়াদে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। বাংলাপিডিয়া বলছে, তিনি আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী হিসেবে ১৯৯৬ সালের ২৩ জুলাই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন এবং ৯ অক্টোবর শপথ গ্রহণ করেন। তিনি পাঁচ বছরের সাংবিধানিক মেয়াদ পূর্ণ করার পর আরও প্রায় এক মাস পদে বহাল ছিলেন এবং ২০০১ সালের ১৪ নভেম্বর তিনি রাষ্ট্রপতির পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তবে ১৬তম রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নেওয়ার আগে, নব্বইয়ের গণ-অভ্যুত্থানের পর আন্দোলনকারী তিন জোটের অনুরোধে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব নেন তিনি। নব্বইয়ের ৬ ডিসেম্বর থেকে পরের বছরের ৯ অক্টোবর পর্যন্ত তিনি এই দায়িত্বে ছিলেন। তার প্রধান দায়িত্ব ছিল একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের আয়োজন করা। তিনি একই সঙ্গে প্রধান নির্বাহী ও রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। ১৯৯১ সালের সে নির্বাচনে জয়লাভ করে ক্ষমতায় আসে খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি। সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যে বিরল সমঝোতায় দ্বাদশ সংশোধনী পাস হওয়ার পর উত্তরসূরি নির্বাচন করেই তিনি অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির পদ ছেড়ে সুপ্রিম কোর্টে ফিরে গিয়েছিলেন। নতুন রাষ্ট্রপতির নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং নবনির্বাচিত রাষ্ট্রপতির কার্যভার গ্রহণের পর সাহাবুদ্দীন আহমদ ১৯৯১ সালের ১০ অক্টোবর সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসেবে ফিরে যান। মি. আহমদ দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়ার দিন, ১৯৯১ সালের ৯ অক্টোবর, থেকেই বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন আব্দুর রহমান বিশ্বাস এবং তিনি তার মেয়াদ পূর্ণ করেছিলেন। ১৯৯৬ সালের ৯ অক্টোবর ঠিক পাঁচ বছর পরেই তার মেয়াদ শেষ হয়।

ইয়াজউদ্দিন আহমেদ : একইসঙ্গে রাষ্ট্রপতি ও প্রধান উপদেষ্টা

জিল্লুর রহমানের আগে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ছিলেন অধ্যাপক ইয়াজউদ্দিন আহমদ। অধ্যাপক এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরীর পদত্যাগের পর রাষ্ট্রপতি হিসেবে বিএনপির তরফ থেকে নির্বাচিত করা হয়েছিলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক এই উপাচার্যকে। ২০০২ সালের ছয়ই সেপ্টেম্বর বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নেন তিনি। তার স্বাভাবিক পাঁচ বছরের মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা ছিল ২০০৭ সালের সেপ্টেম্বরে। কিন্তু বিএনপি ক্ষমতা ছাড়ার পর পর ২০০৬ সালে বাংলাদেশের রাজনীতির উত্তাল সময়ে তিনি রাষ্ট্রপতির দায়িত্বের সঙ্গেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধানের দায়িত্বও নেন। রাষ্ট্রপতি থাকা অবস্থায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব নেওয়াটা তখন তুমুল বিতর্কের জন্ম দেয় এবং এই ঘটনা সে সময় দেশের রাজনীতিতে একটি সংঘাতময় পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল বলে মনে করা হয়। এরপর সংসদ নির্বাচন নিয়ে অব্যাহত রাজনৈতিক অচলাবস্থার প্রেক্ষাপটে ২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারি তিনি প্রধান উপদেষ্টার পদ ছাড়েন এবং দেশে জরুরি অবস্থা জারি করেন। তবে তিনি রাষ্ট্রপতির পদ ছাড়েননি। ইয়াজউদ্দিন আহমদ প্রধান উপদেষ্টার পদ ছাড়ার পরদিন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ফখরুদ্দীন আহমেদ প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে শপথ নিয়েছিলেন। তিনি ২০০৮ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন সরকার গঠিত হওয়া পর্যন্ত ওই দায়িত্বে ছিলেন এবং ওই নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর ২০০৯ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি ইয়াজউদ্দিন আহমদও রাষ্ট্রপতির পদ থেকে বিদায় নেন। অর্থাৎ, ইয়াজউদ্দিন আহমদের পাঁচ বছরের সাংবিধানিক মেয়াদ ২০০৭ সালের সেপ্টেম্বরে শেষ হলেও নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত না হওয়ায় তিনি রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব

পালন করতে থাকেন। সেক্ষেত্রে ২০০৭ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ২০০৯ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সময়টি তার দ্বিতীয় মেয়াদ ছিল না, এটি ছিল উত্তরসূরি দায়িত্ব গ্রহণ না করা পর্যন্ত পদে বহাল থাকা। রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের তথ্যেও তার দায়িত্বকাল একটানা একটি মেয়াদ হিসেবেই উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য, ইয়াজউদ্দিন আহমদ বিএনপির মনোনীত রাষ্ট্রপতি হলেও তাকে নিয়ে এক পর্যায়ে বিএনপি নেতারাও সমালোচনা করেছিলেন। তাদের যুক্তি হচ্ছে, ২০০৭ সালে রাজনীতিতে সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপ থামাতে তিনি কোনো ভূমিকা রাখেননি।

বদরুদ্দোজা চৌধুরী : কয়েক মাসেই পদত্যাগ

২০০১ সালের ১৪ নভেম্বর বাংলাদেশের ১৫তম রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব শুরু করেন এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী। কিন্তু সাত মাসের মাথায় ২০০২ সালের ২১ জুন পদত্যাগ করেন মি. চৌধুরী। সেসময় বিএনপি সংসদে তার বিরুদ্ধে অনাস্থা এনেছিল। বাংলাদেশে প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর এমন নাটকীয় পদত্যাগের ঘটনা আর ঘটতে দেখা যায়নি। তার আগে বিএনপির সংসদীয় দলের বৈঠকে অনেক সংসদ সদস্য রাষ্ট্রপতি বদরুদ্দোজা চৌধুরীর পদত্যাগের দাবি তুলেছিলেন এবং তাকে ইমপিচ করার হুমকিও দিয়েছিলেন। ইমপিচ অর্থ হলো অভিশংসন, যার মানে আনুষ্ঠানিকভাবে অভিযোগ এনে অপসারণের প্রক্রিয়া। রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার মাত্র সাত মাসের মাথায় তাকে কেন বিদায় নিতে হয়েছিল, তার নানাবিধ কারণ উল্লেখ করে তখনকার সংবাদপত্রে প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছিল।

জিল্লুর রহমান : দায়িত্বে থাকতেই মৃত্যু

রাষ্ট্রপতি হওয়ার আগে জিল্লুর রহমান ছিলেন আওয়ামী লীগের একজন প্রবীণ নেতা। ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে পরবর্তীতে মুক্তিযুদ্ধ, দল গঠন ও দীর্ঘ রাজনৈতিক সংগ্রামে তিনি আওয়ামী লীগের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। সেই ধারাবাহিকতায় ২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারি বাংলাদেশে জরুরি আইন জারির পর ১৬ জুলাই রাতে শেখ হাসিনা গ্রেফতার হলে আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হিসেবে তিনি দল পরিচালনার দায়িত্ব নেন। এরপর ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হওয়া নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে তিনি আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। ওই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ-ই জয়ী হয়ে সরকার গঠন করে। নবম জাতীয় সংসদের উপনেতা হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন তিনি। পরবর্তীতে আওয়ামী লীগ সরকার জিল্লুর রহমানকেই রাষ্ট্রপতি হিসেবে বেছে নেয়। ২০০৯ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারি তিনি বাংলাদেশের ১৯তম রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ নেন। বাংলাদেশের জাতীয় জ্ঞানকোষ বাংলাপিডিয়ার তথ্য অনুযায়ী, রাষ্ট্রপতি হিসেবে তার পাঁচ বছরের মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা ছিল ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে। কিন্তু ২০১৩ সালের ২০ মার্চ সিঙ্গাপুরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ৮৪ বছর বয়সে তার মৃত্যু হয়। ফলে পাঁচ বছরের মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগেই তার দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়। তার মৃত্যুর পর তৎকালীন স্পিকার আবদুল হামিদ প্রথমে ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি এবং পরে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন; তিনি হচ্ছেন একমাত্র ব্যক্তি যিনি পরপর দুই মেয়াদে দেশের রাষ্ট্রপতি ছিলেন। মি. হামিদ তার প্রথম মেয়াদে ২০১৩ সালের ২৪ এপ্রিল এবং দ্বিতীয় মেয়াদে ২০১৮ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি দিন রাষ্ট্রপতি পদে ছিলেন তিনি।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৪.০৭.২০২৬ আলী আহমেদ)

মো. সাহাবুদ্দিনকে গ্রেফতার করে বিচারের আওতায় আনার দাবি এনসিপি'র

সদ্য পদত্যাগকারী রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনকে গ্রেফতার করে বিচারের আওতায় আনার দাবি জানিয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সদস্য সচিব আখতার হোসেন। আজ শুক্রবার ঢাকার বাংলামোটরে দলীয় কার্যালয়ে এক জরুরি সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ দাবি জানান। আখতার হোসেন বলেন, “রাষ্ট্রপতির পদ থেকে সাহাবুদ্দিন চুপ্পুর অপসারণের জন্য আমরা দীর্ঘ সময় ধরে আন্দোলন-সংগ্রাম করেছি...তবে আমরা চেয়েছিলাম, সংসদে অভিশংসনের মধ্য দিয়ে তাকে অপসারণ করতে হবে। কিন্তু সরকার অভিসংশনের পথে না গিয়ে এই ফ্যাসিবাদের দোসরকে আজকে পদত্যাগের সুযোগ দিয়েছে।” “অসুস্থতার কথা বললেও তিনি তার পদত্যাগপত্রের মাঝে এমনভাবে ন্যারেটিভ সাজিয়েছে, যা আসলে তার জন্য একটি সেফ এক্সিটের জায়গা তৈরি করতে পারে। সাহাবুদ্দিন চুপ্পুকে সেফ এক্সিট দেওয়ার কোনো মানেই নেই। সাহাবুদ্দিন চুপ্পু যত অপরাধ করেছে, সেগুলোর জন্য তাকে অবশ্যই বিচারের আওতায় আনতে হবে।” মি. হোসেন আরও বলেন, সদ্য পদত্যাগকারী রাষ্ট্রপতি যদি বিচারের আওতায় না আসেন, “তাহলে চব্বিশের অভ্যুত্থানে যারা জীবন দিয়েছেন, তাদের বিচার অপূর্ণাঙ্গ থেকে যাবে।” “এতদিন পর্যন্ত সাহাবুদ্দিন চুপ্পু রাষ্ট্রপতির পদে আসীন থাকার কারণে তার বিরুদ্ধে কোনো আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব হয় নাই। কিন্তু সাহাবুদ্দিন চুপ্পু পদত্যাগ করা মাত্রই তার দায়মুক্তির আর কোনো জায়গা নেই। অনতিবিলম্বে তাকে গ্রেফতার করে বিচারের আওতায় আনতে হবে,” যোগ করেন আখতার হোসেন।

(বিবিসি ওয়েব পেজ : ২৪.০৭.২০২৬ নারগীস)

রেডিও তেহরান

মার্কিন যুদ্ধ-বিরতির প্রস্তাব নাকচ করল ইরান, বৃহত্তর যুদ্ধের হুঁশিয়ারি

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায় প্রস্তাবিত যুদ্ধবিরতি পরিকল্পনা আনুষ্ঠানিকভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে ইরান। ইরাকি প্রধানমন্ত্রী আলী আল-জায়েদির মাধ্যমে তেহরানে পৌঁছে দেওয়া এ প্রস্তাবে ভবিষ্যতে যুক্তরাষ্ট্রের সম্ভাব্য আগ্রাসন

ঠেকাতে কার্যকর কোনো নিশ্চয়তা না থাকায় ইরান এটিকে গ্রহণ করেনি বলে দ্য নিউইয়র্ক টাইমস জানিয়েছে। বৃহস্পতিবার প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে ইরানি ও ইরাকি কর্মকর্তাদের উদ্ধৃত করে পত্রিকাটি জানায়, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রস্তাবটি তেহরানে পৌঁছে দেন ইরাকের প্রধানমন্ত্রী আলী আল-জায়েদি। ইরানি কর্মকর্তারা বলেছেন, বিশেষ করে কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ হরমুজ প্রণালির নিয়ন্ত্রণ নিয়ে বিরোধ এবং অতীতে ওয়াশিংটনের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের ইতিহাসের কারণে এই প্রস্তাব যথেষ্ট নয়। তেহরানের দৃষ্টিতে, যুক্তরাষ্ট্রের বারবার নেওয়া পদক্ষেপ প্রমাণ করে যে, ওয়াশিংটন দীর্ঘমেয়াদি অংশীদারিত্বের পরিবর্তে কৌশলগত কূটনীতি অনুসরণ করে। ইরানি কর্মকর্তারা উল্লেখ করেন, ২০১৮ সালে ইরান চুক্তির শর্ত মেনে চলার বিষয়টি আন্তর্জাতিকভাবে নিশ্চিত হওয়ার পরও প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের যৌথ সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা (JCPOA) থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে প্রত্যাহার করে নেওয়া স্পষ্টভাবে দেখিয়েছে যে, মার্কিন প্রতিশ্রুতি রাজনৈতিক মেজাজ-মর্জির ওপর নির্ভরশীল। তাদের দাবি, নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের প্রতিশ্রুতি বারবার বিলম্বিত, সীমিত বা নতুন নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে কার্যত অকার্যকর করা হয়েছে। ইরানের ভাষ্য অনুযায়ী, এটি এমন এক "দ্বিমুখী কৌশল," যেখানে কূটনৈতিক যোগাযোগের পাশাপাশি অর্থনৈতিক ও সামরিক চাপও অব্যাহত রাখা হয়। তাই ইরানি নেতাদের মতে, কেবল কূটনৈতিক আশ্বাস নয়, বাস্তব ও যাচাইযোগ্য পদক্ষেপের মাধ্যমেই আস্থা অর্জন করতে হবে। আলী আল-জায়েদি একটি উচ্চপর্যায়ের ইরাকি প্রতিনিধিদল নিয়ে তেহরান সফর করেন। সফরে তিনি প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান, প্রধান আলোচক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ বাকের কলিবফ এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাকচির সঙ্গে বৈঠক করেন। রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে দেওয়া বক্তব্যে আব্বাস আরাকচি বলেন, মূল সমস্যা বার্তা আদান-প্রদান নয়। তিনি বলেন, "সমস্যা বার্তা পৌঁছে দেওয়া নয়। সমস্যা হলো যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গি, যা অযৌক্তিক, লোভী এবং আধিপত্যবাদী।"

এই কূটনৈতিক প্রত্যাখ্যানের ঘটনা এমন সময়ে ঘটল, যখন দুই দেশের মধ্যে সামরিক উত্তেজনা আরও বেড়েছে। যুক্তরাষ্ট্র ইতোমধ্যে ইরানের রেলপথ, বিমানবন্দর, সেতু ও সমুদ্রবন্দরসহ বিভিন্ন অবকাঠামোতে হামলা চালিয়েছে। এর জবাবে ইরান পশ্চিম এশিয়াজুড়ে মার্কিন সামরিক স্থাপনাগুলোর বিরুদ্ধে ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা চালিয়েছে। তেহরান বারবার বলেছে, উপসাগরীয় অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের যে-সব ঘাঁটি থেকে বেসামরিক মানুষের প্রাণহানি ঘটানো হামলা চালানো হয়, সেগুলো ইরানের পাল্টা হামলার বৈধ সামরিক লক্ষ্যবস্তু। দুই ইরানি কর্মকর্তা দ্য নিউইয়র্ক টাইমস-কে জানিয়েছেন, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যদি ইরানের গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় অবকাঠামোতে হামলার হুমকি বাস্তবায়ন করেন, তাহলে সম্ভাব্য বৃহত্তর যুদ্ধের জন্য দেশটির সশস্ত্র বাহিনী প্রস্তুতি নিচ্ছে। তারা সতর্ক করে বলেন, পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হলে ইরান পুরো অঞ্চলে তার সামরিক প্রতিক্রিয়া সম্প্রসারণ করবে। এর মধ্যে তেল আবিবে হামলা এবং ইয়েমেনের মিত্রদের সঙ্গে সমন্বয় করে লোহিত সাগরকে আন্তর্জাতিক নৌপথের সঙ্গে সংযুক্তকারী গুরুত্বপূর্ণ বাব আল-মান্দাব প্রণালি বন্ধ করার পদক্ষেপও থাকতে পারে। এদিকে, বৃহস্পতিবার তেহরানের আজাদি স্কয়ারে হাজারো মানুষ সমাবেশ করে দেশের নেতৃত্ব ও সশস্ত্র বাহিনীর প্রতি সমর্থন জানান। সমাবেশে ইরানে তৈরি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র বহনকারী একটি সামরিক যান প্রদর্শন করা হয়, যা যুক্তরাষ্ট্রের অব্যাহত চাপের মুখে দেশের সামরিক প্রস্তুতির প্রতীক হিসেবে তুলে ধরা হয়।(রেডিও তেহরান ওয়েব পেজ : ২৪.০৭.২০২৬ নারগীস)

এনএইচকে

লোহিত সাগরে হুতি হামলার ঘটনায় ইরানকে সতর্ক করেছেন ট্রাম্প

লোহিত সাগরে সৌদি তেল ট্যাঙ্কারে হামলা চালানোর বিষয়ে ইয়েমেনের হুতি বিদ্রোহীদের দাবির দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি বলেছেন, তারা যদি আবার এমন করে, তবে যুক্তরাষ্ট্র 'ইরানকে দায়ী করবে'। ট্রাম্প বৃহস্পতিবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এই মর্মে সতর্ক করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, হুতিরা ইরানের একটি প্রক্সি শক্তি এবং আরও হামলা হলে মার্কিন সামরিক বাহিনী উভয়কেই লক্ষ্যবস্তু করতে পারে। হুতিরা বৃহস্পতিবার জানিয়েছে যে তারা দুটি ট্যাংকারে ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা চালিয়েছে। তারা আরও বলেছে, তাদের ঘোষিত নৌ অবরোধ সৌদি আরব লঙ্ঘন করায় এই হামলা চালানো হয়েছে। মার্কিন সংবাদ সংস্থা অ্যাক্সিওস জানিয়েছে যে, ট্রাম্প ইরানের উপর একটি 'ব্যাপক হামলা' চালানোর কথা বিবেচনা করছেন, যা তার মতে 'আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে বড়' হবে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, তিনি স্বীকার করেছেন যে এ ধরনের হামলার পরিণতি রয়েছে। তবে তিনি এও দাবি করেছেন যে সেনাবাহিনী প্রস্তুত এবং তিনি 'সিদ্ধান্ত নেওয়ার খুব কাছাকাছি' অবস্থানে আছেন। (এনএইচকে ওয়েব পেজ: ২৪.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

ডয়চে ভেলে

বাংলাদেশ, ভারতসহ ৬০ দেশের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের নতুন শুল্ক

জোরপূর্বক শ্রমবিরোধী নিষেধাজ্ঞা কার্যকরে ব্যর্থতার অভিযোগে বিশ্বের ৬০টি দেশের ওপর ১০ থেকে ১২ দশমিক ৫ শতাংশ পর্যন্ত নতুন শুল্ক আরোপ করেছে যুক্তরাষ্ট্র। গতকাল বৃহস্পতিবার যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রেজিস্টারের এক বিজ্ঞপ্তিতে শুল্ক আরোপের এই ঘোষণা করা হয়। এই পর্যায়ে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, যুক্তরাজ্য, ক্যানাডা, মেক্সিকো, আর্জেন্টিনা, কম্বোডিয়া, ইকুয়েডর, এল সালভাদর, গুয়াতেমালা, হন্ডুরাস,

জর্ডান, ত্রিনিদাদ ও টোবাগোর ওপর ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হয়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন, তাইওয়ান, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া ও সুইজারল্যান্ডের ক্ষেত্রে আগের শুল্কের সঙ্গে মিলিয়ে মোট ১০ বা ১২ দশমিক ৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হয়েছে। চীন ও ভিয়েতনামসহ বাকি দেশগুলোর ক্ষেত্রে ১২ দশমিক ৫ শতাংশ শুল্কহার নির্ধারণ করা হয়েছে।ইসরায়েলের ওপরও ১২ দশমিক ৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হয়েছে। ট্রাম্প প্রশাসনের আরোপ করা আগের ১০ শতাংশ সাময়িক (১৫০ দিনের জন্য) বৈশ্বিক শুল্কের মেয়াদ আজ শুক্রবার দিবাগত রাত ১২টা ১ মিনিটে শেষ হবে। ঠিক সেই সময় থেকেই নতুন আরোপিত এই শুল্কহার কার্যকর হবে। তবে যুক্তরাষ্ট্রের পথে থাকা পণ্য ২৮ জুলাই দিবাগত রাত ১২টা ১ মিনিট পর্যন্ত এই শুল্কহার থেকে অব্যাহতি পাবে।
(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ২৪.০৭.২০২৬ রনি)

ইরান ও হুতি বিদ্রোহীদের শাস্তির হুমকি দিলেন ট্রাম্প

ইরান ও ইরানের মিত্র হুতি গোষ্ঠীকে 'কঠোর সামরিক শাস্তি' দেওয়ার কথা বলেছেন ডনাল্ড ট্রাম্প। লোহিত সাগরে সৌদি আরবের দুটি তেলবাহী ট্যাঙ্কারে ইয়েমেনের হুতি বিদ্রোহীদের হামলার পর এমন হুমকি দেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট।সৌদি আরবের দুটি ট্যাঙ্কারে হামলার কথা হুতি বিদ্রোহীরা ইতিমধ্যে স্বীকার করেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার তাদের পক্ষ থেকে এমন বক্তব্য আসার পর ডনাল্ড ট্রাম্প বলেন, ভবিষ্যতে হুতিরা আর কোনো হামলা চালালে তার দায় ইরানকেই নিতে হবে। নিজের প্ল্যাটফর্ম ট্রুথ সোশাল-এ দেয়া পোস্টে ট্রাম্প বলেন, ''তারা (হুতি) যদি আবার এমন করে, তাহলে যুক্তরাষ্ট্র ইরানকেই দায়ী করবে, কারণ, হুতিরা ইরানের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করছে। সেক্ষেত্রে ইরান এবং হুতিদের ওপর অবশ্যই কঠোর 'সামরিক শাস্তি' প্রয়োগ করা হবে।'' পরে যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদমাধ্যম অ্যাক্সিওসকে বলেন, ইরানে আবার বড় ধরনের সামরিক অভিযান শুরুর বিষয়টি তিনি বিবেচনা করছেন। এমন সিদ্ধান্তের খুব কাছাকাছি রয়েছেন বলেও জানান তিনি। অ্যাক্সিওসকে ডনাল্ড ট্রাম্প আরো বলেন, ''তারা (ইরান ও হুতি) এখনো যথেষ্ট আঘাত পায়নি।'' ইরান ও হুতি বিদ্রোহীদের শাস্তির হুমকি দেয়ার পাশাপাশি সৌদি আরবের জাহাজ দুটির 'যাবতীয় ক্ষতিপূরণ' ইরানের অর্থে মেটানোর কথাও বলেন ট্রাম্প। যুক্তরাষ্ট্রের কাছে জব্দ থাকা ইরানের সম্পদের দিকে ইঙ্গিত করে এমন কথা বললেও অর্থ পরিশোধের প্রক্রিয়ার বিষয়ে ডনাল্ড ট্রাম্প কিছু বলেননি। উল্লেখ্য, হরমুজ প্রণালীতে ইরানের অবরোধ এড়াতে সৌদি আরব প্রতিদিন পাইপলাইনের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ তেল লোহিত সাগরের দিকে সরিয়ে নিচ্ছে। হুতি বিদ্রোহীরা সম্প্রতি সৌদি আরবের ওপর নৌ-অবরোধ আরোপের ঘোষণা দেয়। এদিকে ডনাল্ড ট্রাম্পের হুমকির জবাবে ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম'এক্স-এ বলেছেন, ''(ঘটনার সঙ্গে) সম্পর্কহীন ভবিষ্যতের কোনো দাবির অর্থ পরিশোধের জন্য অন্য কোনো দেশের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা উসকানিমূলক নজির।'' তিনি আরো বলেন, সরকারগুলো এভাবে সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার বিষয়টিকে স্বাভাবিক ঘটনা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করলে কারো সম্পদই নিরাপদ থাকবে না।'' আব্বাস আরাগচি মনে করেন, ''এর ফলে যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে এবং তা মোটেই সুন্দর বা শান্তিপূর্ণ হবে না।'' সৌদি আরবের দুটি জাহাজে হামলার কারণে মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাত সমুদ্রপথে পণ্য পরিবহনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ও সংকীর্ণ পথে ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। অন্য কোনো সমুদ্রপথেও পণ্য পরিবহন বাধাগ্রস্ত হবার আশঙ্কায় বিশ্ববাজারে তেলের দাম আবার দ্রুত বাড়ছে। সৌদি আরবের তেলবাহী ট্যাঙ্কার দুটোর ওপর হামলার পর ব্রেন্ট ক্রুড তেলের দাম ৬ শতাংশেরও বেশি বেড়ে মে মাসের পর প্রথমবারের মতো ব্যারেলপ্রতি ১০০ ডলারের সীমা ছাড়িয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার গভীর রাতে এবং আজ শুক্রবার ভোরে ইরানের ওপর বিমান হামলা চালিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। টানা ১৩তম রাতের এ হামলার জেরে ইরানও প্রতিবেশী যেসব দেশে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ঘাঁটি রয়েছে,সেসব দেশের দিকে ক্ষেপণাস্ত্র ছুঁড়েছে।
(ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ২৪.০৭.২০২৬ রনি)

জাগো নিউজ

ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরে নতুন ডিজি, পরিবহন পুলে কমিশনার

জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (ডিজি), সরকারি যানবাহন অধিদপ্তরের (পরিবহন পুল) পরিবহন কমিশনার, বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্রের (বিটাক) মহাপরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) মহাপরিচালক এবং ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের নতুন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নিয়োগ দিয়েছে। এ বিষয়ে বৃহস্পতিবার (২৩ জুলাই) জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে পৃথক প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা অতিরিক্ত সচিব মো. জহিরুল ইসলামকে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক করা হয়েছে। তার চাকরি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশনের (বিসিক) চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব) মো. সাইফুল ইসলামকে বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্রের (বিটাক) মহাপরিচালক হিসেবে বদলিপূর্বক প্রেষণে পদায়ন করা হয়েছে। তার চাকরি শিল্প মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করা হয়েছে। স্থানীয় সরকার বিভাগের যুগ্মসচিব খোন্দকার ফরহাদ আহমদকে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) হিসেবে বদলিপূর্বক প্রেষণে পদায়ন করা হয়েছে। তার চাকরি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে ন্যস্ত করা হয়েছে। খোন্দকার ফরহাদ আহমদ আগামী ৩০ জুলাইয়ের মধ্যে বর্তমান কর্মস্থল থেকে অবমুক্ত হয়ে নতুন

কর্মস্থলে যোগদান করবেন। অন্যথায় ওই দিন অপরাহ্নে তিনি বর্তমান কর্মস্থল থেকে তাৎক্ষণিক অবমুক্ত (স্ট্যান্ড রিলিজড) বলে গণ্য হবেন। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক রাজা মো. আব্দুল হাইকে সরকারি যানবাহন অধিদপ্তরের পরিবহন কমিশনার হিসেবে প্রেষণে পদায়ন করা হয়েছে। তার চাকরি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করা হয়েছে। তিনি বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের (এনটিআরসিএ) চেয়ারম্যান পদে বদলির আদেশাধীন ছিলেন। এদিকে, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা (যুগ্মসচিব) মো. খয়বর রহমানকে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা পদে পদায়নের লক্ষ্যে তার চাকরি স্থানীয় সরকার বিভাগে ন্যস্ত করা হয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ২৪.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

পল্লবীতে দোকানে ঢুকে হামলার পর ৫০ লাখ টাকা চাঁদা দাবির ঘটনায় মামলা

চাপাতি, ছুরি, রামদা ও দেশীয় অস্ত্রসহ রাজধানীর পল্লবীর বাউনিয়াবাদ মসজিদ মার্কেট এলাকায় একটি দোকানে ঢুকে হামলা, ভাঙচুর, মারধর ও ৫০ লাখ টাকা চাঁদা দাবির অভিযোগে মামলা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২৩ জুলাই) পল্লবী থানায় অজ্ঞাতপরিচয় ৮ থেকে ১০ জনকে আসামি করে মামলাটি করেন দোকানের মালিক মো. মিলন (৪৮)। রাতে মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেন পল্লবী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হাসান বাসির। তিনি বলেন, চাঁদা দাবি, হামলা, ভাঙচুর ও মারধরের অভিযোগে অজ্ঞাতপরিচয় ৮-১০ জনকে আসামি করে থানায় একটি মামলা করা হয়েছে। সুমাইয়া হেয়ার ফ্যাশন দোকানের মালিক মো. লিটন মামলাটি করেন। হামলায় জড়িতদের চিহ্নিত করে গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে। মামলার এজাহারে বলা হয়, অভিযুক্তরা বিভিন্ন সময় দোকানে এসে ৫০ লাখ টাকা এবং মাসিক ৫০ হাজার টাকা চাঁদা দাবি করে আসছিলেন। চাঁদা না দিলে বিভিন্ন ধরনের হুমকি দিতো এবং ব্যবসা করতে দেবে না বলে হুমকি দিতো। গত বুধবার (২২ জুলাই) বিকেল ৫টার দিকে অজ্ঞাতপরিচয় ৮ থেকে ১০ জন ধারালো চাপাতি, ছুরি, রামদা ও দেশীয় অস্ত্রসহ দোকানে ঢুকে গালিগালাজ শুরু করেন। এ সময় তারা ৫০ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করেন। এতে রাজি না হলে অভিযুক্তরা লিটনকে মারধর করেন এবং দোকানের কর্মচারী সবুজ ও মহিকেও মারধর করা হয়। অভিযোগে আরও বলা হয়, হামলাকারীরা দোকানের বিভিন্ন মালামাল ভাঙচুর করেন। এসময় আসামিরা বাদী ও তার পরিবারের লোকদের প্রাণনাশের হুমকি দেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ২৪.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

পটিয়ায় মাদরাসা ছাত্রকে বলাৎকারে আদালতের নির্দেশে মামলা, গ্রেফতার ২

চট্টগ্রামের পটিয়া উপজেলার একটি মাদরাসায় ৮ বছর বয়সী এক ছাত্রকে বলাৎকারের অভিযোগে আদালতের নির্দেশে মামলা হয়েছে। এ ঘটনায় আগে গ্রেফতার হওয়া মাদরাসার এক শিক্ষকের পাশাপাশি এবার ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে ১৫ বছর বয়সী আরেক শিক্ষার্থীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। গত বুধবার (২২ জুলাই) তাকে গ্রেফতার করা হয়। বৃহস্পতিবার (২৩ জুলাই) আদালতের নির্দেশে গ্রেফতার শিক্ষার্থীকে গাজীপুর শিশু কেন্দ্রে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, পটিয়া থানাধীন ওই মাদরাসায় গত সপ্তাহে বলাৎকারের ঘটনা ঘটে। ঘটনার পর ভুক্তভোগী শিক্ষার্থী অসুস্থ হয়ে পড়লে চিকিৎসকের কাছে নেওয়া হয়। চিকিৎসকের পর্যবেক্ষণের পর বলাৎকারের বিষয়টি সামনে আসে। পরে অভিযুক্ত শিক্ষক আবদুল আজিজকে পুলিশ গ্রেফতার করে। তবে শুরুতে ভুক্তভোগীর পরিবার মামলা না করায় আদালত স্বপ্রণোদিত হয়ে গত ১৮ জুলাই পটিয়া থানাকে মামলা গ্রহণের নির্দেশ দেন। পরে ওই দিনই শিশুটির মা বাদী হয়ে আবদুল আজিজকে প্রধান আসামি করে মামলা করেন। মামলার পর পুলিশ গত বুধবার একই মাদরাসার আরেক শিক্ষার্থীকে গ্রেফতার করে। আগেই গ্রেফতার হওয়া অভিযুক্ত শিক্ষক আবদুল আজিজ বর্তমানে কারাগারে রয়েছেন। পটিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জিয়াউল হক বলেন, ভুক্তভোগীকে উদ্ধার করা হয়েছে এবং আসামিদের গ্রেফতার করা হয়েছে। ঘটনার সঙ্গে সম্পৃক্ততার অভিযোগে গ্রেফতার শিক্ষার্থী আদালতে জবানবন্দি দিয়েছে। জবানবন্দিতে নিজের সম্পৃক্ততার কথা স্বীকার করেছে। ডিএনএ পরীক্ষার প্রতিবেদন পাওয়ার পর মামলার চূড়ান্ত তদন্ত প্রতিবেদন আদালতে দাখিল করা হবে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেক: ২৪.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

আনসারের তৎপরতায় শাহজালাল বিমানবন্দরে মোবাইল ফোন চোর আটক

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যদের তাৎক্ষণিক তৎপরতায় এক মোবাইল ফোন চোরকে হাতেনাতে আটক করা হয়েছে। এসময় চুরি হওয়া মোবাইল ফোন উদ্ধার করে অভিযুক্তকে আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের (এপিবিএন) কাছে হস্তান্তর করা হয়। বৃহস্পতিবার (২৩ জুলাই) সন্ধ্যা আনুমানিক ৬টা ৪৫ মিনিটে বিমানবন্দরের আন্তঃড্রাইভওয়েতে এ ঘটনা ঘটে। আনসার সূত্র জানায়, এক ব্যক্তি একজন সহযাত্রীর মোবাইল ফোন চুরি করে পালানোর চেষ্টা করলে ভুক্তভোগী চিৎকার দেন। বিষয়টি টের পেয়ে দায়িত্বে থাকা ইনচার্জ পিসি মো. দুলন মিয়া ও এপিসি মো. ইউনুস আলী তাৎক্ষণিক ধাওয়া করে অভিযুক্তকে আটক করেন। পরে শিফট ইনচার্জ পিসি মো. নিজাম উদ্দিন এবং এভসেক কর্তৃপক্ষের উপস্থিতিতে অভিযুক্তের কাছ থেকে চুরি হওয়া মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়। অভিযোগের সত্যতা নিশ্চিত হওয়ার পর তাকে উদ্ধারকৃত মোবাইলসহ বিমানবন্দরে দায়িত্বরত এপিবিএনের কাছে হস্তান্তর করা হয়।(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ২৪.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

চট্টগ্রামে পুলিশের অভিযানে ৩ লাখ টাকা ও ইয়াবা উদ্ধার, নারী আটক

চট্টগ্রাম নগরীর বাকলিয়ার ফিশারিঘাট এলাকায় এক বাড়িতে অভিযান চালিয়ে প্রায় তিন লাখ টাকা ও ৪০ পিস ইয়াবা উদ্ধার করেছে পুলিশ। এ ঘটনায় বাড়ির গৃহকর্ত্রীকে আটক করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২৪ জুলাই) রাত সাড়ে ৩টার দিকে বাকলিয়া থানার ফিশারিঘাট এলাকার এক কলোনির একটি বাসায় এ অভিযান চালানো হয়। পুলিশ জানায়, চাক্তাই পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ এসআই মো. মোবারক হোসেনের নেতৃত্বে চালানো অভিযানে বাড়ির একটি কক্ষ থেকে ৪০ পিস ইয়াবা ও বিভিন্ন মূল্যমানের নোটসহ প্রায় তিন লাখ টাকা উদ্ধার করা হয়। বাকলিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জাহেদুল কবির অভিযানের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। পুলিশের দাবি, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ওই বাড়িতে অভিযান চালানো হয়। এ সময় আটক নারী নিজেই একটি কক্ষের তালা খুলে দেন। পরে ওই কক্ষে থাকা একটি ভ্যানিটি ব্যাগ তল্লাশি চালিয়ে ইয়াবা ও নগদ টাকা উদ্ধার করা হয়। পুলিশ জানায়, উদ্ধার হওয়া টাকার বিষয়ে আটক নারী একেক সময় একেক ধরনের বক্তব্য দিয়েছেন। কখনো তিনি দাবি করেন, টাকাগুলো তার ভাগিনা রাখার জন্য দিয়েছেন। আবার কখনো বলেন, বাড়ির কাজের জন্য ভাইয়ের কাছ থেকে এনেছেন। তবে উদ্ধার হওয়া ইয়াবার মালিকানা সম্পর্কে তিনি কোনো সদুত্তর দিতে পারেননি। অভিযান পরিচালনাকারী এসআই মো. মোবারক হোসেন বলেন, গ্রেফতারি পরোয়ানাভুক্ত এক আসামিকে ধরতে আমরা ওই এলাকায় গিয়েছিলাম। পরে ফিশারিঘাটে সাংবাদিকদের ওপর হামলার ঘটনার বিষয়টি জানতে পারি। একই সঙ্গে গোপন তথ্য পাই- ওই বাড়িতে মাদক বিক্রি হয়। এরপর অভিযান চালিয়ে এক নারীকে আটক করা হয়। তিনি বলেন, আটক নারী নিজেই কক্ষের তালা খুলে দেন। পরে ভ্যানিটি ব্যাগের ভেতর থেকে ইয়াবা ও নগদ টাকা উদ্ধার করা হয়। বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের জানানো হয়েছে। এ ঘটনায় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। এর আগে ফিশারিঘাট এলাকায় সাংবাদিকদের ওপর হামলার অভিযোগ ওঠে। ওই ঘটনার পর এলাকায় পুলিশের তৎপরতা বাড়ানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ২৪.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

গ্যাস লিকেজ থেকে বিস্ফোরণ, দগ্ধ ৩ জনের মধ্যে মামা-ভাগনির মৃত্যু

রাজধানীর নতুনবাজার এলাকায় বাসায় গ্যাস লাইনে লিকেজ থেকে বিস্ফোরণের ঘটনায় দগ্ধ একই পরিবারের তিনজনের মধ্যে দুজনের মৃত্যু হয়েছে। তারা হলো মো. শাহীন (২৪) ও তার ভাগনি হাফছা (৮)। জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) চিকিৎসাধীন অবস্থায় শুক্রবার (২৪ জুলাই) সকাল ৬টায় শাহীনের মৃত্যু হয়। এর আগে বৃহস্পতিবার (২৩ জুলাই) দিবাগত রাত ১২টার দিকে একই স্থানে মারা যায় হাফছা। মঙ্গলবার (২১ জুলাই) ভোরে নতুনবাজারে ১০০ ফিট এলাকার একটি বাসায় এ বিস্ফোরণ ঘটে। এতে শাহীন ও হাফছা ছাড়াও দগ্ধ হন শাহীনের স্ত্রী ফাহিমা আক্তার (২১)। পরে তিনজনকে উদ্ধার করে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের জরুরি বিভাগ নিয়ে আসা হয়। তাদের হাসপাতালে নিয়ে আসা প্রতিবেশী মো. জসিম জানান, শাহীন এক দোকানে কর্মচারী হিসেবে কাজ করতেন এবং পরিবার নিয়ে ছয়তলা একটি ভবনের নিচতলায় থাকতেন। ভোরের দিকে সেখানে গ্যাসের লাইন লিকেজ থেকে বিকট শব্দে বিস্ফোরণ হয়। শাহীন ও হাফছার মৃত্যুর তথ্য জানিয়ে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের আবাসিক চিকিৎসক শাওন বিন রহমান বলেন, শাহীনের শরীরের ৫০ শতাংশ এবং হাফছার ৪০ শতাংশ দগ্ধ ছিল। শাহীনের স্ত্রী ফাহিমার শরীরের ৪৫ শতাংশ দগ্ধ হয়েছে। তার অবস্থা আশঙ্কাজনক। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ২৪.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

শক্তিশালী গণতন্ত্র ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে কাজ করছে সরকার: মির্জা ফখরুল

বাংলাদেশকে একটি গণতান্ত্রিক, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও শোষণমুক্ত রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে সরকার কাজ করছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়মন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি বলেন, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান শক্তিশালী করা, অর্থনীতিকে পুনর্গঠন এবং জনগণের জীবনমান উন্নয়নই সরকারের প্রধান লক্ষ্য। শুক্রবার (২৪ জুলাই) রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে ঢাকা ইনস্টিটিউট অব রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালিটিকস (ডেইরা) আয়োজিত বেঙ্গল ডেল্টা কনফারেন্স ২০২৬-এ এসব কথা বলেন তিনি। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মির্জা ফখরুল বলেন, বাংলাদেশ বর্তমানে একটি গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। ছাত্র-জনতার আন্দোলন, গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা এবং রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রত্যাশা দেশের সামনে নতুন সম্ভাবনা তৈরি করেছে। মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মত্যাগকারী শহীদ ও সংগ্রামীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বিএনপি মহাসচিব বলেন, তাদের ত্যাগের বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছে। একই সঙ্গে তিনি ২০২৪ সালের গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার আন্দোলনে জীবন উৎসর্গকারী ছাত্র-জনতার প্রতিও শ্রদ্ধা জানান। স্থানীয় সরকারমন্ত্রী জানান, তিনি কোনো পেশাদার বিশ্লেষক নন; বরং মাঠের রাজনীতির একজন কর্মী। দীর্ঘ রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি দেশের রাজনীতি ও মানুষের প্রত্যাশাকে উপলব্ধি করেছেন। স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন আন্দোলনে অংশ নেওয়ার অভিজ্ঞতার কথাও তুলে ধরেন তিনি। দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতি তুলে ধরে মির্জা ফখরুল বলেন, বৈশ্বিক সংঘাত ও অর্থনৈতিক অস্থিরতার প্রভাব বাংলাদেশেও পড়েছে। ইরান-যুক্তরাষ্ট্র উত্তেজনা এবং রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের মতো আন্তর্জাতিক সংকট উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য বড় চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে। তিনি বলেন, দীর্ঘদিনের দুর্নীতি, অর্থপাচার ও অর্থনৈতিক অনিয়মের কারণে দেশের অর্থনীতি চাপের মুখে পড়েছে। তবে জনগণের শক্তি ও নতুন সুযোগ কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশ আবারও ঘুরে দাঁড়াবে। সরকারের বিভিন্ন পরিকল্পনার কথা তুলে ধরে মন্ত্রী বলেন, অর্থনীতি পুনর্গঠন, বিনিয়োগ বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান

সৃষ্টি এবং ব্যাংক খাতকে কার্যকর করার জন্য সরকার কাজ করছে। গ্রামীণ অর্থনীতিতে গতি আনতে বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে বলেও জানান তিনি।

মির্জা ফখরুল আরও বলেন, শিল্প উন্নয়ন, কৃষি খাতের অগ্রগতি এবং সৃজনশীল অর্থনীতির বিকাশে সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। সাম্প্রতিক বাজেটে বিনিয়োগ ও শিল্পায়ন উৎসাহিত করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। গণতান্ত্রিক সংস্কারের বিষয়ে মন্ত্রী বলেন, রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে সাংবিধানিক সংস্কারের বিষয়ে ঐকমত্য তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। গণতন্ত্রকে টেকসই করতে শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ওপর গুরুত্ব দেন তিনি। আঞ্চলিক সহযোগিতার গুরুত্ব তুলে ধরে মির্জা ফখরুল বলেন, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে আন্তর্জাতিক অংশীদারদের সম্পৃক্ততা বাড়াতে হবে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, বাংলাদেশের জনগণ তাদের সাহস, ঐক্য ও কর্মদক্ষতার মাধ্যমে একটি নতুন বাংলাদেশ গড়ে তুলবে; যেখানে মানুষ উন্নত, নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপনের সুযোগ পাবে। 'বাংলাদেশ এবং পরিবর্তনশীল বিশ্ব: অনিশ্চিত সময়, উদীয়মান বিশ্বব্যবস্থা ও যন্ত্রের রাজনীতি' প্রতিপাদ্যে আয়োজিত বেঙ্গল ডেল্টা কনফারেন্স ২০২৬-এ বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ, বৈশ্বিক পরিবর্তন, অর্থনীতি, রাজনীতি, উন্নয়ন, আঞ্চলিক সহযোগিতা ও নীতিগত করণীয় নিয়ে আলোচনা হয়। সম্মেলনে দেশি-বিদেশি গবেষক, নীতিনির্ধারক, কূটনীতিক, উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ, ব্যবসায়ী নেতা এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা অংশ নেন।

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ২৪.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

ঘরে জমেছিল গ্যাস, কয়েল জ্বালাতে গিয়ে গুরুতর দগ্ধ দম্পতি

ঢাকার সাভারে লাইনে লিকেজের কারণে গ্যাস জমে যাওয়া ঘরে কয়েল জ্বালানোর সময় বিস্ফোরণ ঘটেছে। এতে পোশাকশ্রমিক এক দম্পতি গুরুতরভাবে দগ্ধ হয়েছেন। বৃহস্পতিবার (২৩ জুলাই) দিবাগত রাত দেড়টার দিকে মজিদপুর দিঘীরপাড়ের মসজিদ বাড়ি এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। পরে দগ্ধ দুজনকে উদ্ধার করে রাত ৩টার দিকে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে আনা হয়। আহত দুজন হলেন মো. কায়সার (২৮) ও তার স্ত্রী মোছা. রুবি আক্তার (২৪)। কায়সার রাজবাড়ীর গোয়ালন্দ উপজেলার রিয়াজউদ্দিন মাতোব্বারপাড়ার মো. সিমান শেখের ছেলে। দুজনকে হাসপাতালে নিয়ে আসা সিমান শেখ জানান, রাতে কয়েল ধরানোর জন্য লাইটার জ্বালাতেই কক্ষে জমে থাকা গ্যাসে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। এতে কায়সার ও রুবি দগ্ধ হন। সিমান শেখ বলেন, ঘরের পাশ দিয়ে যাওয়া মূল গ্যাস লাইনের পাইপে লিকেজ ছিল। বারবার বাসার মালিককে বলার পরও লাইনটি মেরামত করেননি। তাই ঘরে গ্যাস জমে যাওয়ায় এই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটে। জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের আবাসিক চিকিৎসক শাওন বিন রহমান জানান, কায়সারের শরীরে ১০০ শতাংশ এবং রুবির শরীরের ৮০ শতাংশ দগ্ধ হয়েছে। তাদের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাদের জরুরি বিভাগে নিবিড় পর্যবেক্ষণে রেখে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ২৪.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

ঢাকায় বিশেষ অভিযান, ২৪ ঘণ্টায় গ্রেফতার ৪২৮

রাজধানীতে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের নিয়মিত অভিযানে বিভিন্ন অপরাধ প্রবণ এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে গত ২৪ ঘণ্টায় ৪২৮ জন গ্রেফতার হয়েছে। একই সময়ে ৫০টি মামলা দায়ের করা হয়েছে। শুক্রবার (২৪ জুলাই) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার নিয়াজ মেহেদী এ তথ্য জানান। নিয়াজ মেহেদী বলেন, রাজধানীর বিভিন্ন থানার অপরাধ প্রবণ এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে মাদকদ্রব্য উদ্ধারসহ বিভিন্ন অপরাধে তাদের গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে রমনা বিভাগ ২৮ জন, লালবাগ বিভাগ ৩৩ জন, ওয়ারী বিভাগ ৮৬ জন, মতিঝিল বিভাগ ৬৫ জন, তেজগাঁও বিভাগ ৪৫ জন, মিরপুর বিভাগ ৭০ জন, গুলশান বিভাগ ৩৯ জন ও উত্তরা বিভাগ ৬২ জনকে গ্রেফতার করা হয়। এসময় তাদের হেফাজত হতে মোট ১৮ কেজি ২৫০ গ্রাম গাঁজা, ২,১২০টি ইয়াবা, ৩৫৩ বোতল কফ সিরাপ (ফেন্সিডিল) ,৩ গ্রাম হেরোইন, ৮টি মোবাইল, ১টি ক্যাপ, ১টি ব্যাগ, ১টি আইডি কার্ড, ৩টি ওয়াকিটকি, ১০ টাকার নোট দিয়ে তৈরি ১টি ইয়াবা খাওয়ার পাইপ, ১টি ইয়াবা সেবনের ফয়েল পেপার (গলিত আলামতযুক্ত), ১টি কালো মাটির কলকি, ১টি লোহার তৈরি ধারালো কাটার, এক টুকরা কাঠ ও একটি গাড়ি উদ্ধার করা হয়। গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন বলেও জানান তিনি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ২৪.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

উত্তরা পশ্চিম থানা পুলিশের অভিযান, বিভিন্ন অপরাধে গ্রেফতার ২০

রাজধানীর উত্তরা পশ্চিম থানা এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ২০ জনকে গ্রেফতার করেছে থানা পুলিশ। শুক্রবার (২৪ জুলাই) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার নিয়াজ মেহেদী এ তথ্য জানান। গ্রেফতারকৃতরা হলো- মো. রুবেল (৩৮), মো. নাসিম মাহমুদ (৩৫), আব্দুল কুদ্দুস (২৭), মো. আবদুর রহমান নিপু, জালাল উদ্দিন ভুইয়া জুয়েল (৪০), মো. সম্পদ মিয়া (২৮), মো. সাইফুল ইসলাম (২০), মো. মেহেদী (১৯), মো. আ. মোমিন (৩২), মো. জয়নাল আবেদীন (৩০), মো. ইউসুফ (২৬), মো. শামীম (২১), মো. শাহিন উদ্দিন ফরহাদ (৩০), মো. ইনচান (২৫), মোসলিম (৩৫), রনি বেপারী (২০), মো. আজাদ (২৮), আব্দুল মজিদ (২০), মো. রুবেল (৩০) ও স্বপন দাস (৪৫)। নিয়াজ মেহেদী

বলেন, বৃহস্পতিবার (২৩ জুলাই) বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ২০ জনকে গ্রেফতার করেছে উত্তরা পশ্চিম থানা পুলিশ। গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে রয়েছে নিয়মিত মামলাসহ বিভিন্ন অপরাধে জড়িত অপরাধী। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে। গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন বলেও জানান তিনি।(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ২৪.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

রাষ্ট্রপতি পদ শূন্য হলে ৯০ দিনেই ভোট, যেভাবে নির্বাচন করে ইসি

বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন শুক্রবার (২৪ জুলাই) পদত্যাগ করতে যাচ্ছেন, এমন খবর চাওর হয়েছে আন্তর্জাতিকসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে। এদিকে, নির্ধারিত সময়ের আগেই থাইল্যান্ড থেকে দেশে ফিরলেন জাতীয় সংসদের স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ। এতে রাষ্ট্রপতির পদত্যাগের আলোচনা আরও জোরালো হলো। সংবিধান অনুযায়ী, স্পিকারের কাছে পদত্যাগপত্র জমা দেন রাষ্ট্রপতি। রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ করলে নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত স্পিকারই রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন। আর নির্বাচন কমিশনের (ইসি) ওপর বর্তায় একটি রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অপরটি সংসদীয় নির্বাচন বা জাতীয় নির্বাচন সম্পন্ন করার। ৯০ দিনের মধ্যেই নিয়ম অনুযায়ী সেই নির্বাচন করে থাকে ইসি। সংবিধানের ১২৩ (২) অনুচ্ছেদে যা আছে এই অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, মৃত্যু, পদত্যাগ বা অপসারণের ফলে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হলে ৯০ দিনের মধ্যে তা পূরণের জন্য নির্বাচন করতে হবে। এটি সর্বোচ্চ সময়সীমা, তার আগেও নির্বাচন হতে পারে। আইন অনুযায়ী সংসদ সদস্যরা রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করবেন। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করবে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। এর পরে মনোনয়নপত্র জমা ও ভোট গ্রহণের দিন তারিখ ঘোষণা করবে ইসি। মূলত প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) কার্যালয়ে মনোনয়নপত্র জমা দিতে হয়। ভোট অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে সংসদ ভবনে। ফলে কোনো দল উত্তরসূরি হিসেবে কারও নাম ঠিক করলেই তিনি রাষ্ট্রপতি হয়ে যাবেন না। তাকে প্রার্থী হতে হবে এবং আইন অনুযায়ী নির্বাচিত হতে হবে। ইসি জানায়, সংবিধানের ১১৯ (১) (ক) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, রাষ্ট্রপতি নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের। রাষ্ট্রপতি নির্বাচন আইন, ১৯৯১ অনুযায়ী, প্রধান নির্বাচন কমিশনার নির্বাচনি কর্তা হিসেবে এই নির্বাচন পরিচালনা করেন। নির্বাচন কমিশন সংসদ সদস্যদের হালনাগাদ ভোটার তালিকা প্রস্তুত ও প্রকাশ করবে। স্পিকারের সঙ্গে আলোচনা করে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করবে। তফসিলে মনোনয়নপত্র জমা, বাছাই, প্রার্থিতা প্রত্যাহার ও ভোটের তারিখ থাকবে। ভোট হবে সংসদ কক্ষে। সংসদের অধিবেশন না থাকলেও স্পিকারের সঙ্গে আলোচনা করে সংসদ সদস্যদের বৈঠক আহ্বান করতে পারে নির্বাচন কমিশন।

রাষ্ট্রপতি হওয়ার যোগ্যতা

রাষ্ট্রপতি পদের প্রার্থীকে অন্তত ৩৫ বছর বয়সী এবং সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার যোগ্য হতে হবে। সংবিধানের অধীনে অভিশংসনের মাধ্যমে আগে রাষ্ট্রপতির পদ থেকে অপসারিত হয়ে থাকলে তিনি প্রার্থী হতে পারবেন না। প্রার্থীকে বর্তমান সংসদ সদস্য হতে হবে না। তবে তার মনোনয়নপত্রে একজন সংসদ সদস্যকে প্রস্তাবক এবং আরেকজনকে সমর্থক হতে হবে। প্রার্থীর নিজেরও সম্মতিসূচক স্বাক্ষর থাকতে হবে। কোনো সংসদ সদস্য রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলে কার্যভার গ্রহণের দিন তার সংসদীয় আসন শূন্য হবে। বাছাই ও প্রার্থিতা প্রত্যাহারের পর একজন বৈধ প্রার্থী থাকলে তাকে ভোট ছাড়াই নির্বাচিত ঘোষণা করবে নির্বাচন কমিশন। একাধিক প্রার্থী থাকলে সংসদ সদস্যদের ভোট নেওয়া হবে। প্রত্যেক সংসদ সদস্যের একটি ভোট থাকে। ভোটার ব্যালটের কাউন্টার ফয়েলে স্বাক্ষর করে সেটি সংগ্রহ করেন। এরপর যাকে ভোট দেবেন, তার নামের পাশে নিজের পূর্ণ নাম স্বাক্ষর করেন। সবচেয়ে বেশি ভোট পাওয়া প্রর্থী হন। দুই বা ততোধিক প্রার্থী সমান ভোট পেলে লটারির মাধ্যমে ফল নির্ধারণের বিধান রয়েছে। সংসদীয় ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তনের পর ১৯৯১ সালের নির্বাচনেই একমাত্র ভোটাভুটি হয়েছিল। বিএনপির প্রার্থী আবদুর রহমান বিশ্বাস ১৭২ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের প্রার্থী সাবেক প্রধান বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরী পেয়েছিলেন ৯২ ভোট। এরপর প্রতিটি নির্বাচনে একজন বৈধ প্রার্থী থাকায় আর ভোটের প্রয়োজন হয়নি। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ২৪.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

যুক্তরাষ্ট্রের নতুন ঘোষণায় সর্বনিম্ন ১০ শতাংশ শুল্ক পাচ্ছে বাংলাদেশ

নতুন শুল্কনীতিতে বাংলাদেশের জন্য সর্বনিম্ন ১০ শতাংশ শুল্ক নির্ধারণ করেছে যুক্তরাষ্ট্র। নতুন এ সিদ্ধান্তের ফলে বৈশ্বিক প্রতিযোগীদের তুলনায় মার্কিন বাজারে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক ও অন্যান্য রপ্তানি পণ্যের প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান আরও শক্তিশালী থাকবে বলে জানিয়েছে সরকার। শুক্রবার (২৪ জুলাই) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা কামরুল ইসলাম ভূইয়া এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানায়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গত ২৩ জুলাই যুক্তরাষ্ট্র সরকার ট্রেড অ্যাক্ট, ১৯৭৪-এর সেকশন ৩০১-এর আওতায় ৬০টি অর্থনীতি, যা বিশ্বের ৮৬টি দেশের প্রতিনিধিত্ব করে, তাদের ওপর নতুন শুল্ক আরোপের ঘোষণা দেয়। যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধি দপ্তর (ইউএসটিআর) জোরপূর্বক শ্রম ব্যবহারের অভিযোগ নিয়ে তদন্ত শেষে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ওয়াশিংটন ডিসির সময় ২৪ জুলাই রাত ১২টা ১ মিনিট থেকে কার্যকর হওয়া এ শুল্কহার সর্বনিম্ন ১০ শতাংশ থেকে সর্বোচ্চ ১২ দশমিক ৫ শতাংশ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে আগে সেকশন ১২২-এর আওতায় কার্যকর থাকা অস্থায়ী ১০ শতাংশ বৈশ্বিক শুল্কের পরিবর্তে নতুন ব্যবস্থা কার্যকর হলো। বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি হওয়া সব পণ্যের ওপর ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হবে। এটি বিদ্যমান মোস্ট ফেভার্ড নেশন (এমএফএন) শুল্কের অতিরিক্ত হিসেবে প্রযোজ্য হবে। বিশ্বের ৮৬টি দেশের মধ্যে

মাত্র ১৭টি দেশ সর্বনিম্ন ১০ শতাংশ শুল্কস্তরে রয়েছে, যার মধ্যে বাংলাদেশও রয়েছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানায়, বাংলাদেশের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী তৈরি পোশাক রপ্তানিকারক দেশ চীন, ভিয়েতনাম ও থাইল্যান্ডকে সর্বোচ্চ ১২ দশমিক ৫ শতাংশ শুল্ক দিতে হবে। ফলে এসব দেশের তুলনায় মার্কিন বাজারে বাংলাদেশের তুলনামূলক প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা আরও জোরালো হবে। এছাড়া ইউএসটিআর বাংলাদেশ, কম্বোডিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ার জন্য তিন বছরের ট্যারিফ-রেট কোটার (টিআরকিউ) একটি ব্যবস্থা বিবেচনা করছে। এটি কার্যকর হলে যুক্তরাষ্ট্রের তুলা ও বস্ত্র উপকরণ ব্যবহার করে উৎপাদিত পণ্যের ওপর সেকশন ৩০১-এর অতিরিক্ত শুল্ক মওকুফ করা হতে পারে। এতে বাংলাদেশের রপ্তানি আরও প্রতিযোগিতামূলক হবে এবং যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে রপ্তানি বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ২৪.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ প্রসঙ্গে স্পিকার 'আমার কিছুই জানা নেই'

রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ প্রসঙ্গে জাতীয় সংসদের স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ বলেন, আপনারা যে রকম শুনেছেন, আমিও সেরকমই শুনেছি। কে পদত্যাগ করলো, কী করলো, আমার কিছুই জানা নেই। দেশের সংবিধানে লেখা আছে, যখন রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ করেন, তখন স্পিকার অ্যাক্টিং রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করে জাতীয় সংসদ। শুক্রবার (২৪ জুলাই) থাইল্যান্ড থেকে দুপুর ১২টা ১০ মিনিটে থাই এয়ারওয়েজের একটি ফ্লাইটে ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে স্পিকার এসব কথা বলেন।। নিজেদের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে এক পোস্টে এমনটি জানায় বিএনপি মিডিয়া সেল। এ সময় বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে তিনি জানান, রাষ্ট্রপতির পদত্যাগের বিষয়ে তার কাছে কোনো তথ্য নেই। সংবিধানের বিধান তুলে ধরে তিনি জানান, রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ করলে তা স্পিকারের কাছে জমা দেবেন এবং ৯০ দিনের মধ্যে জাতীয় সংসদ নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করবে।রাষ্ট্রপতির পদত্যাগের বিষয়ে জানতে চাইলে হাফিজ উদ্দিন আহমদ বলেন, আমি দেশের বাইরে ছিলাম। সুতরাং এখানে কে পদত্যাগ করলো, কী করলো, আমার কিছুই জানা নেই। এখন হয়তো জানতে পারবো। রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ করলে সাংবিধানিক প্রক্রিয়া কী হবে- এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, যদি রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ করেন, তাহলে স্পিকারের কাছে পদত্যাগ করবেন এবং আগামী ৯০ দিনের মধ্যে জাতীয় সংসদ একজন নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করবেন। এই হলো সংবিধানের পজিশন। রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ নিয়ে বিভিন্ন মাধ্যমে চলা আলোচনার প্রসঙ্গ তুললে স্পিকার বলেন, আপনারা যে রকম শুনেছেন, আমিও সেরকমই শুনেছি। এটা অনুমাননির্ভর প্রশ্ন। সুতরাং উনি কী করবেন, না করবেন, আমি জানি না। রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ করলে পরবর্তী দায়িত্ব স্পিকারের ওপর বর্তাবে কি না এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, সংবিধান অনুযায়ী এটা একটা ট্রেডিশন। দেশের সংবিধানে লেখা আছে, যখন রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ করেন, তখন স্পিকার অ্যাক্টিং রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করে জাতীয় সংসদ। সেটা তিন মাসের মধ্যে করতে হয়। এটা হলো সংবিধানের পজিশন। সংবিধান অনুযায়ী, রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ করলে তার স্বাক্ষরযুক্ত পদত্যাগপত্র জাতীয় সংসদের স্পিকারের কাছে জমা দিতে হয়। এর আগে, ব্যক্তিগত চিকিৎসার জন্য গত ১৯ জুলাই ব্যাংকক সফরে যান স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ।(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ২৪.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

স্ত্রী-সন্তানের সামনেই এসআইকে ছুরিকাঘাত, আহত হয়েও হামলাকারীকে ধাওয়া

রাজধানীর মোহাম্মদপুর এলাকায় পুলিশের এক উপ-পরিদর্শককে (এসআই) ছুরিকাঘাত করেছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল বৃহস্পতিবার (২৩ জুলাই) রাত সাড়ে ৯টার দিকে মোহাম্মদপুর থানার কাদেরাবাদ হাউজিংয়ের সি ব্লকের ৪ নম্বর রোডে এ ঘটনা ঘটে। পুলিশের আহত ওই কর্মকর্তার নাম মো. ওসমান গনি। তিনি হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের স্পেশাল ব্রাঞ্চ (এসবি) ঢাকার ইমিগ্রেশনে শাখায় কর্মরত। শুক্রবার (২৪ জুলাই) বিকেলে পুলিশ কর্মকর্তার ওপর হামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন মোহাম্মদপুর-আদাবর জোনের সহকারী পুরিশ সুপার (এসি) আব্দুল্লাহ আল মামুন। তিনি বলেন, এটি ছিনতাইয়ের ঘটনা নয়। ভুক্তভোগীর সঙ্গে কথা বলে মনে হয়েছে পূর্বশত্রুতার জেরে এই ঘটনা ঘটতে পারে। জড়িতদের শনাক্ত ও গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে। ভুক্তভোগী ওই পুলিশ কর্মকর্তার বরাত দিয়ে এসি মামুন আরও বলেন, গত বুধবার (২২ জুলাই) সকাল ৮টা ৪৫ মিনিটে অজ্ঞাতনামা তিনজন ব্যক্তি তার মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করে তার বাসার গেটের সামনে পাসপোর্টের বিষয়ে কথা বলেন। জানা গেছে, গতকাল রাত আনুমানিক ৯টার দিকে স্ত্রী তানজিনা সীমা ও একমাত্র সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে কাঁচাবাজার শেষে বাসায় ফিরছিলেন এসআই ওসমান গনি। এ সময় পেছন থেকে অজ্ঞাত এক দুর্বৃত্ত তার পিঠে ছুরিকাঘাত করে দ্রুত পালিয়ে যান। ছুরিকাঘাতের পর আহত পুলিশ সদস্য হামলাকারীকে ধাওয়া করলেও তাকে আটক করতে পারেননি। আহত অবস্থায় স্থানীয় একটি ক্লিনিকে প্রাথমিক চিকিৎসা নেন আহত পুলিশ সদস্য। পরবর্তীতে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ২৪.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

হাজারীবাগে বিশেষ অভিযানে গ্রেফতার ১১

রাজধানীর হাজারীবাগ থানা এলাকায় গত ২৪ ঘণ্টায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ১১ জনকে গ্রেফতার করেছে হাজারীবাগ থানা পুলিশ। শুক্রবার (২৪ জুলাই) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার নিয়াজ মেহেদী এ তথ্য জানান। গ্রেফতাররা

হলেন- ইকবাল হোসেন মোল্লা ইমন (২৪), হুমায়ুন কবির (৩৪), নিজাম উদ্দিন (৪২), মনজুর হাসান অপু (২৯), মাহমুদুল হাসান চঞ্চল (৩৩), আবু আমজাদ শাকিল (২৫), কামাল (৩০), মিন্টু মিয়া (৩৯), রাসু (৩০), শাকিল (৩০) ও হায়দার রহমান (৪০)। নিয়াজ মেহেদী বলেন, গ্রেফতারদের মধ্যে রয়েছে নিয়মিত মামলাসহ বিভিন্ন অপরাধে জড়িত অপরাধী। তাদের আদালতে পাঠানো হয়েছে বলেও জানান তিনি।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ২৪.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রীকে সফরের আমন্ত্রণ জানালো বাংলাদেশ

থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রীকে সুবিধাজনক সময়ে সফরের আমন্ত্রণ জানিয়েছে বাংলাদেশ। শুক্রবার (২৪ জুলাই) উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভিজাভাত ইসারাভাকদির সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে এ আমন্ত্রণ জানান প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা হুমায়ুন কবির। ফিলিপাইনের ম্যানিলা থেকে সরকারি সফর শেষে ব্যাংককে যাত্রাবিরতিকালে তিনি এ বৈঠক করেন। বাংলাদেশ ও থাইল্যান্ডের মধ্যকার দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরও জোরদার এবং পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা সম্প্রসারণে উভয়পক্ষ বৈঠকে তাদের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন। বৈঠকে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের সার্বিক বিষয় পর্যালোচনার পাশাপাশি বাণিজ্য ও বিনিয়োগ, শ্রমশক্তি, পর্যটন এবং জনগণের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সহযোগিতা জোরদারের উপায় নিয়ে আলোচনা হয়। এ সময় প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর প্রায় ১০ হাজার বাংলাদেশি কর্মীর থাইল্যান্ডে কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা নিয়েও মতবিনিময় হয়। পররাষ্ট্র উপদেষ্টা আসিয়ানের সেক্টরাল ডায়ালগ পার্টনার হিসেবে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে থাইল্যান্ডের অব্যাহত সমর্থন কামনা করেন। থাই উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ বিষয়ে থাইল্যান্ডের গঠনমূলক সম্পৃক্ততা অব্যাহত থাকবে বলে আশ্বস্ত করেন। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রীকে সুবিধাজনক সময়ে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানান। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. কামরুল ইসলাম ভূইয়া এ তথ্য জানান।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ২৪.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

পটিয়ায় অনলাইন জুয়া পরিচালনার অভিযোগে যুবক গ্রেফতার

চট্টগ্রামের পটিয়ায় মোবাইল ফোনের মাধ্যমে অনলাইনে জুয়া পরিচালনার অভিযোগে মো. ওসমান গণি (২৮) নামে এক যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এ সময় অনলাইন জুয়া পরিচালনায় ব্যবহৃত তিনটি স্মার্টফোন জব্দ করা হয়। শুক্রবার (২৪ জুলাই) রাত ১২টা ৫৫ মিনিটে পটিয়া থানার ১৬ নম্বর কচুয়াই ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের আজিমপুর ওস্তাদপাড়া এলাকার একটি মুদির দোকানে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশ জানায়, চট্টগ্রাম জেলা পুলিশের চলমান বিশেষ অভিযানের অংশ হিসেবে পটিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জিয়াউল হক এবং পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) যুযুৎসু যশ চাকমার তত্ত্বাবধানে এসআই (নিরস্ত্র) ক্য লাহ্ চিং মারমা ও এএসআই (নিরস্ত্র) মো. শামীম ভূঁইয়ার নেতৃত্বে এ অভিযান পরিচালিত হয়।অভিযানকালে মোবাইল ফোন ব্যবহার করে বিভিন্ন অনলাইন জুয়ার অ্যাপের মাধ্যমে জুয়া পরিচালনার সময় ওসমান গণিকে আটক করা হয়। এ সময় তার সঙ্গে থাকা আরও পাঁচ থেকে ছয়জন ব্যক্তি পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে পালিয়ে যান। পরে উপস্থিত সাক্ষীদের সামনে ধৃত আসামির কাছ থেকে অনলাইন জুয়ার কাজে ব্যবহৃত তিনটি স্মার্টফোন জব্দ করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, জব্দ করা মোবাইল ফোনগুলোতে বিভিন্ন অনলাইন জুয়ার অ্যাপ, একাধিক জুয়ার আইডি এবং পাসওয়ার্ড পাওয়া গেছে। এগুলো মামলার তদন্তে গুরুত্বপূর্ণ আলামত হিসেবে ব্যবহৃত হবে। এ ঘটনায় জুয়া প্রতিরোধ আইন, ২০২৬-এর ১৬/২৭ ধারায় পটিয়া থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। গ্রেফতার আসামিকে আদালতে পাঠানো হয়েছে। পাশাপাশি পালিয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের শনাক্ত ও গ্রেফতারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে। চট্টগ্রাম জেলা পুলিশ জানিয়েছে, অনলাইন জুয়া, সাইবার অপরাধ এবং আইনশৃঙ্খলা বিরোধী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে তাদের অভিযান চলমান থাকবে। এ ধরনের অপরাধ সম্পর্কে তথ্য থাকলে নিকটস্থ থানা বা জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯-এ জানানোর জন্য জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ২৪.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

হামের উপসর্গ নিয়ে প্রাণ গেলো আরও ৫ শিশুর

দেশে হামের উপসর্গ নিয়ে আরও পাঁচ শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে হামের উপসর্গে মোট মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭১৫ জনে। একই সময়ে নিশ্চিত হামে ৯৫ জন মারা গেছেন। শুক্রবার (২৩ জুলাই) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম থেকে হাম-সংক্রান্ত পরিস্থিতি নিয়ে এক বার্তায় এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা থেকে আজ শুক্রবার সকাল ৮টার মধ্যে নিশ্চিত হামে কেউ মারা না গেলেও হামের উপসর্গ নিয়ে মারা গেছেন পাঁচ জন। এ নিয়ে গত ১৫ মার্চ থেকে এখন পর্যন্ত হাম-সংক্রান্ত রোগে প্রাণহানির সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৮১০ জনে। এছাড়া, নতুন করে নিশ্চিত হাম শনাক্ত হয়েছে ১৮৭ জনের। একই সঙ্গে হামের উপসর্গ শনাক্ত হয়েছে ৯৫০ জনের। প্রতিবেদনে বলা হয়, ১৫ মার্চ থেকে এখন পর্যন্ত হাম উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি রোগীর সংখ্যা এক লাখ ৪ হাজার ৭১৭ জন। তাদের মধ্যে সুস্থ হয়ে হাসপাতাল ত্যাগ করেছেন এক লাখ এক হাজার ৫৬ জন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ২৪.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

উদীয়মান বৈশ্বিক হুমকি মোকাবিলায় একসঙ্গে কাজ করবে বাংলাদেশ

উদীয়মান বৈশ্বিক হুমকি মোকাবিলায় আসিয়ান এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা চুক্তির (টিএসি) সব সদস্য দেশের সঙ্গে বাংলাদেশ একযোগে কাজ করবে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান। শুক্রবার (২৪ জুলাই) ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলায় টিএসি চুক্তির ৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর স্মারক অনুষ্ঠানে বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. কামরুল ইসলাম ভূইয়া এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানান। পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, মহামারি, জলবায়ুজনিত দুর্যোগ, সাইবার হামলা এবং বৈশ্বিক সরবরাহব্যবস্থার বিঘ্নের মতো উদীয়মান চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় যৌথ আগাম সতর্কীকরণ ব্যবস্থা, অভিন্ন ঝুঁকি মূল্যায়ন এবং আঞ্চলিক সংকট মোকাবিলা ব্যবস্থা গড়ে তোলার মতো বাস্তবসম্মত ও সমন্বিত উদ্যোগ বৈশ্বিক সক্ষমতা বাড়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। বক্তব্যে পররাষ্ট্রমন্ত্রী কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই)- নির্ভর সাইবার অপরাধ, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভুয়া তথ্য (মিসইনফরমেশন) ও অপতথ্য (ডিসইনফরমেশন) ছড়িয়ে পড়ার মতো নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় করণীয় সম্পর্কেও বাংলাদেশের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেন। পাঁচ দশক আগে আসিয়ান অঞ্চলে সার্বভৌমত্ব, ভৌগোলিক অখণ্ডতার প্রতি পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং একে অপরের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার নীতিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে টিএসি চুক্তি সই হয়। বাংলাদেশ ২০০৭ সালে এ চুক্তিতে যোগ দিয়ে আসিয়ানের নীতিভিত্তিক কাঠামোর সঙ্গে আনুষ্ঠানিক সম্পৃক্ত হওয়া দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম দিকের দেশগুলোর একটি। টিএসি সম্মেলনের ফাঁকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান চিলি, নেদারল্যান্ডস ও ফিলিপাইনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং কাতারের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর সঙ্গে পৃথক দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করেন। এসব বৈঠকে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ, জ্বালানি সরবরাহ, পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা, বৈধ অভিবাসন এবং সার্কুলার অর্থনীতিসহ বিভিন্ন পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান বর্তমানে ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলায় অবস্থান করছেন। তিনি সেখানে ৩৩তম আসিয়ান রিজিওনাল ফোরামের (এআরএফ) পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা চুক্তির (টিএসি) ৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশ নিচ্ছেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ২৪.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

জনগণের জীবনমান উন্নয়নই সরকারের প্রধান লক্ষ্য: মির্জা ফখরুল

সরকার দেশকে একটি গণতান্ত্রিক, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও শোষণমুক্ত রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে কাজ করছে বলে জানিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি বলেন, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান শক্তিশালী করা, অর্থনীতিকে পুনর্গঠন করা এবং জনগণের জীবনমান উন্নয়নই সরকারের প্রধান লক্ষ্য। এ লক্ষ্যেই কাজ করছে সরকার। শুক্রবার (২৪ জুলাই) রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে ঢাকা ইনস্টিটিউট অফ রিসার্চ অ্যান্ড এনালেটিকস আয়োজিত বেঙ্গল ডেল্টা কনফারেন্স-২০২৬-এ প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। স্থানীয় সরকার মন্ত্রী বলেন, ছাত্র-জনতার আন্দোলন, গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা এবং রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রত্যাশা দেশের সামনে নতুন সম্ভাবনা তৈরি করেছে। তিনি ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে আত্মত্যাগকারী শহীদ ও সংগ্রামীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, তাদের ত্যাগের বিনিময়ে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছে। একই সঙ্গে তিনি ২০২৪ সালের গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার আন্দোলনে জীবন উৎসর্গকারী ছাত্র-জনতার প্রতিও শ্রদ্ধা জানান। সরকারের বিভিন্ন পরিকল্পনার কথা তুলে ধরে মির্জা ফখরুল বলেন, অর্থনীতি পুনর্গঠন, বিনিয়োগ বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং ব্যাংকিং খাতকে কার্যকর, শিল্প উন্নয়ন, কৃষি খাতের অগ্রগতি এবং সৃজনশীল অর্থনীতির বিকাশে গুরুত্ব দিচ্ছে সরকার। গণতান্ত্রিক সংস্কারের বিষয়ে তিনি বলেন, রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে সাংবিধানিক সংস্কারের বিষয়ে ঐকমত্য তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এসময় তিনি আঞ্চলিক সহযোগিতার গুরুত্ব তুলে ধরেন। বলেন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে আন্তর্জাতিক অংশীদারদের সম্পৃক্ততা বাড়াতে হবে। বাংলাদেশের জনগণ তাদের সাহস, ঐক্য ও কর্মদক্ষতার মাধ্যমে একটি নতুন বাংলাদেশ গড়ে তুলবে, যেখানে মানুষ উন্নত, নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ জীবনযাপনের সুযোগ পাবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ২৪.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

সরকার জনগণের পালস বুঝতে ব্যর্থ: চরমোনাই পীর

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমির মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ রেজাউল করীম বলেছেন, জুলাই-পরবর্তী সময়ে জনগণ যাদের হাতে দেশের ক্ষমতা দিয়েছে, তারা দেশের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে না। জুলাই সনদ বাস্তবায়নে সরকারের অনীহা প্রমাণ করেছে, তারা দেশের জনগণের পালস বুঝতে ব্যর্থ হয়েছে। তিনি বলেন, ভালো নেতা ও ভালো নীতি ছাড়া জাতির মুক্তি সম্ভব নয়। ভালো নেতা ও নীতির সমন্বয় না হলে দেশের উন্নয়ন, নিরাপত্তা ও সুশাসনের স্বপ্ন কোনোদিন বাস্তবায়ন হবে না। দেশে দুর্নীতি, চাঁদাবাজি ও মাদক দূর করতে ইসলামের শ্রেষ্ঠ আদর্শের কোনো বিকল্প নেই। শুক্রবার (২৪ জুলাই) দুপুর ১২টায় রাজধানীর বায়তুল মোকাররমের উত্তর গেটে ইসলামী যুব আন্দোলন বাংলাদেশের ১০ম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন তিনি। পীর সাহেব চরমোনাই বলেন, কালো বর্ণের মানুষের নাম 'সাদা মিয়া' রাখলে যেমন সে সাদা হয়ে যায় না, তেমনি ইসলামের নাম ব্যবহার করে অনৈতিকতা, উচ্ছৃঙ্খলতা ও ধোঁকাবাজি করলেই তা ইসলাম হয়ে যায় না। বরং ইসলামের নামে অনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা হলে ইসলামেরই কলঙ্ক হয়। ইসলামী যুব আন্দোলন বাংলাদেশ ঢাকা মহানগর দক্ষিণের সভাপতি মাওলানা অলিউল্লাহ তালুকদারের সভাপতিত্বে সমাবেশে ঢাকা মহানগর উত্তরের সাধারণ সম্পাদক

মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন ও দক্ষিণের সাধারণ সম্পাদক নেসার উদ্দিন হুজাইফ যৌথভাবে সঞ্চালনা করেন। প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন ইসলামী যুব আন্দোলন বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সভাপতি, ঢাকা উত্তর যে সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে মেয়র পদপ্রার্থী আতিকুর রহমান মুজাহিদ। বিশেষ বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন ইসলামী যুব আন্দোলন বাংলাদেশ ঢাকা মহানগর উত্তরের সভাপতি মাওলানা হাম্মাদ বিন মোশাররফ, ইসলামী আন্দোলনের কেন্দ্রীয় মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা আবুল কাশেম। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে গাজী আতাউর রহমান বলেন, সরকার দলীয় হুইপ মিয়া নুর উদ্দিন আহমেদ অপু বলেছেন, এ দেশে চাঁদাবাজি নির্মূল করা যাবে না। এটা দুঃখজনক। তাহলে সরকারকে মানুষ ক্ষমতায় এনেছে দেশকে দুর্নীতিমুক্ত করার জন্য। যদি তাতেই তারা ব্যর্থ হয়, তাহলে সরকারের কাজটা কী? তিনি বলেন, এই সরকার বলেছিল এক কোটি বেকারের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে, কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন মিল-ফ্যাক্টরি বন্ধ করে দিয়ে কর্মসংস্থান সংকোচন করছে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ: ২৪.০৭.২০২৬ রুবাইয়া)

সাহাবুদ্দিনের পদত্যাগের পর যা দেখা গেছে বঙ্গভবনের সামনে

রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের পদত্যাগের ঘোষণার পর রাজধানীর বঙ্গভবনের সামনে বিপুলসংখ্যক সংবাদকর্মী ও উৎসুক মানুষের ভিড় দেখা গেছে। শুক্রবার (২৪ জুলাই) বিকেলে সরেজমিনে দেখা যায়, রাষ্ট্রপতির সরকারি বাসভবন ও কার্যালয় হিসেবে ব্যবহৃত বঙ্গভবনের প্রবেশমুখে নিরাপত্তা ব্যবস্থার বাড়াবাড়ি নেই। তবে সাংবাদিকদের কাউকেই বঙ্গভবনের সামনের চত্বরের উত্তর পাশে দাঁড়াতে দেওয়া হয়নি। তারা রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (রাজউক) ভবনের দক্ষিণ পাশের গেটের কাছে অবস্থান নেন। বঙ্গভবনের প্রবেশপথে কাঁটাতারের ব্যারিকেড বসানো রয়েছে। প্রবেশের জন্য পূর্ব পাশে ছোট একটি পথ খোলা রাখা হয়েছে। বাইরে সাংবাদিক, উৎসুক মানুষ ও যানবাহনের চাপ থাকলেও বঙ্গভবনের ভেতরের সামনের চত্বর ছিল একেবারেই নিস্তরঙ্গ। দীর্ঘ সময় পরপর দু-একটি গাড়ি বের হতে এবং প্রবেশ করতে দেখা যায়। বঙ্গভবনের সামনে তিনটি সড়কের সংযোগস্থলে যানবাহনের চাপও বেড়ে যায়। জিপিও মোড় থেকে আসা গাড়িগুলো বঙ্গভবনের সামনে থেকেই মোড় ঘুরে ফ্লাইওভারে উঠছে। অন্যদিকে দৈনিক বাংলা মোড় থেকে আসা যানবাহনগুলো বঙ্গভবনের সামনের সড়ক দিয়ে গুলিস্তানের দিকে যাচ্ছে। দুই দিকের যানবাহনের চাপ একসঙ্গে পড়ায় মোড়ে দীর্ঘ যানজট সৃষ্টি হয়। ট্রাফিক পুলিশের সদস্যদের যান চলাচল স্বাভাবিক রাখতে হিমশিম খেতে দেখা যায়। এ সময় সেখানে উপস্থিত অনেকের মধ্যে রাষ্ট্রপতি আদৌ বঙ্গভবনের ভেতরে আছেন কি না, তা নিয়ে নানা আলোচনা চলছিল। কেউ বলছিলেন, তিনি সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে (সিএমএইচ) আছেন। তবে তিনি বঙ্গভবনে অবস্থান করছেন কি না বা সেখান থেকে বের হয়েছেন কি না, সে বিষয়ে নিশ্চিত কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। এর আগে শুক্রবার বিকেল ৫টায় জাতীয় সংসদে সংবাদ সম্মেলনে স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের পদত্যাগের ঘোষণা দেন। তিনি জানান, গুরুতর অসুস্থতার কারণে রাষ্ট্রপতি দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হওয়ায় পদত্যাগ করেছেন। একই দিন তিনি সংবিধানের ৫০(৩) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী স্পিকারের কাছে পদত্যাগপত্র জমা দেন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৪.০৭.২০২৬ রিহাব)

রাষ্ট্রপতি পদে সেরা প্রার্থী মির্জা ফখরুল: আসিফ নজরুল

স্থানীয় সরকারমন্ত্রী ও বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরকে রাষ্ট্রপতি পদে সম্ভাব্য সেরা প্রার্থী হিসেবে দেখছেন অন্তর্বর্তী সরকারের সাবেক আইন উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল। শুক্রবার (২৪ জুলাই) নিজের ফেসবুক আইডিতে দেওয়া এক স্ট্যাটাসে তিনি এসব কথা লেখেন। স্ট্যাটাসে তিনি লেখেন, বাংলাদেশের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট কে হচ্ছেন? আমার মতে, মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এ পদে যোগ্য ব্যক্তি। শেখ হাসিনার দুঃশাসনকালে তিনি মহাসচিব হিসেবে দলের হাল ধরেছেন, বহুভাবে নির্যাতিত হয়েছেন এবং অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন। রাজনীতিবিদদের মধ্যে তিনি মডারেট, সদাচারী ও সুবক্তা হিসেবে অগ্রগণ্য। স্ট্যাটাসে ড. আসিফ নজরুল আরও লেখেন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে তার দীর্ঘ বোঝাপড়ার সম্পর্ক রয়েছে। বেগম খালেদা জিয়ার কাছে তিনি ছিলেন সন্তানসম একজন। শেষে তিনি লেখেন, বিএনপিতে উপযুক্ত আরও কেউ কেউ আছেন। তবে আমার মতে, সবদিক বিবেচনায় মির্জা ফখরুল এগিয়ে থাকবেন। রাজনীতিবিদদের মধ্যে কাউকে রাষ্ট্রপতি করা হলে তিনি সম্ভবত সেরা প্রার্থী। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৪.০৭.২০২৬ রিহাব)

মুন্সিগঞ্জে ডেঙ্গুর থাবা, লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে

মুন্সিগঞ্জে জুলাইয়ের শুরু থেকেই চোখ রাঙাচ্ছে ডেঙ্গু পরিস্থিতি। ক্রমেই অবনতির দিকে যাচ্ছে। এরসঙ্গে যোগ হয়েছে সিজনাল ভাইরাস জ্বর। হাসপাতালেও কাঙ্ক্ষিত সেবা মিলছে না বলে অভিযোগ। প্রয়োজনীয় স্যালাইনসহ পর্যাপ্ত ওষুধ ও মশারি না দেওয়ার অভিযোগ করেছেন ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীরা। শুক্রবার (২৪ জুলাই) সকালে সরেজমিন দেখা গেছে, রোগীর চাপে যেন তিল ধারণের ঠাঁই নেই ২৫০ শয্যা মুন্সিগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে। নতুন ভবনের চতুর্থ ও পঞ্চম তলার বারান্দাসহ মহিলা, শিশু ও পুরুষ ওয়ার্ড রোগীতে ঠাসা। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও জেলার স্বাস্থ্য বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছর ছয় শতাধিক ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগী মুন্সিগঞ্জ সদর হাসপাতালে ভর্তি থেকে চিকিৎসা নিয়েছেন। আরও পাঁচটি অন্যান্য উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি ছিলেন চার শতাধিক রোগী। তবে ডেঙ্গুর পাশাপাশি সিজনাল

ভাইরাস জ্বরে আক্রান্ত রোগীরাই সবচেয়ে বেশি চিকিৎসা নিয়েছেন। যার সংখ্যা ছাড়িয়েছে আড়াই হাজারের বেশি। তথ্য বলছে, জুলাইয়ের শুরু থেকেই মুন্সিগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে প্রতিদিন গড়ে ১৫-২০ জন করে ডেঙ্গু রোগী ভর্তি হচ্ছেন। তীব্র জ্বর, শরীর ব্যথা, বমি, ডায়রিয়াসহ নানান উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে আসছেন রোগীরা। বৃহস্পতিবার (২৩ জুলাই) পর্যন্ত ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন নারী, পুরুষ ও শিশুসহ ৩৪ জন। আক্রান্তদের মধ্যে বেশিরভাগই নারী ও শিশু। হাসপাতাল সূত্র জানায়, চলতি বছর ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে জানুয়ারিতে ১১ জন, ফেব্রুয়ারিতে পাঁচজন, মার্চে চারজন, এপ্রিলে ৩৯ জন ও মে মাসে ৩৫ জন হাসপাতালে ভর্তি হন। তবে জুন মাস থেকেই বদলে যায় পরিস্থিতি। ওই মাসে ১৫১ জন ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে ভর্তি হন হাসপাতালে। এরপর জুলাই থেকে ক্রমেই ভয়াবহতার দিকে যাচ্ছে পরিস্থিতি। ২৩ দিনে ভর্তি হয়েছেন ৩৩৪ জন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৪.০৭.২০২৬ রিহাব)

বিএনপি পানি খায় ঠিকই কিন্তু একটু ঘোলা করে খায়: এস এম ফরহাদ

'বিএনপি পানি খায় ঠিকই, কিন্তু একটু ঘোলা করে খায়' বলে মন্তব্য করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) জিএস এবং ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক এস এম ফরহাদ। বিএনপির বিরুদ্ধে প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গড়িমসি ও সংবিধান সংস্কারে অনীহার অভিযোগ তুলে রাজশাহী মহানগর শিবির আয়োজিত বিক্ষোভ মিছিল-পরবর্তী সমাবেশে তিনি এ মন্তব্য করেন। শুক্রবার (২৪ জুলাই) বিকেলে সাড়ে ৫টায় গণভোটের রায় বাস্তবায়ন, জুলাই সনদের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন এবং জুলাই গণহত্যার বিচারের দাবিতে রাজশাহী কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়। মিছিলটি নগরীর বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে আলুপট্টি মোড়ে সমাবেশে গিয়ে শেষ হয়। সমাবেশে এস এম ফরহাদ বলেন, জুলাই গণঅভ্যুতানের দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও জনগণের ভোট ও আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন এখনো বাস্তবায়িত হয়নি। তার দাবি, জনগণ যে সংস্কার ও রাষ্ট্র পুনর্গঠনের প্রত্যাশা করেছিল, সরকার তা পূরণে ব্যর্থ হয়েছে। বিএনপির রাজনৈতিক অবস্থানের সমালোচনা করে তিনি বলেন, 'আমি বিএনপি নিয়ে একটু স্টাডি করার চেষ্টা করছি। আমার কাছে মনে হয়েছে, বিএনপি ঠিকই পানি খায়, কিন্তু একটু ঘোলা করে খায়।' অতীতের রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের উদাহরণ টেনে এস এম ফরহাদ বলেন, '১৯৯৪ সালের মাগুরা উপনির্বাচনের পর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি প্রথমে প্রত্যাখ্যান করলেও পরবর্তীতে আন্দোলনের মুখে বিএনপি তা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল।' রাষ্ট্রপতি ইস্যুতে তিনি বলেন, তারা আগেই রাষ্ট্রপতিকে দায়িত্বে না রাখার আহ্বান জানিয়েছিলেন। পরবর্তীতে বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি দাবি করেন, তাদের সেই আশঙ্কাই সত্য হয়েছে। ডাকসুর এই নেতা বলেন, আমরা সংশোধনের নাটকে যেতে চাই না, সংস্কারে যেতে চাই। তার ভাষ্য, একটি সংস্কার পরিষদের মাধ্যমে সংবিধানের মৌলিক কাঠামো পুনর্গঠন করা হলে আদালতের মাধ্যমে তা সহজে বাতিল হওয়ার সুযোগ থাকবে না। সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি নুরুল ইসলাম সাদ্দাম বলেন, জুলাই গণঅভ্যুতানের পর জনগণের প্রত্যাশা ছিল জুলাই সনদের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সংস্কার বাস্তবায়ন হবে। কিন্তু ক্ষমতায় আসার পর সরকার সেই প্রতিশ্রুতি থেকে সরে এসেছে। সরকার গণভোটে জনগণের দেওয়া রায় উপেক্ষা করছে। সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (রাকসু) ভিপি ও ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সমাজসেবা সম্পাদক মো. মোস্তাকুর রহমান জাহিদসহ সংগঠনের কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় নেতারা। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৪.০৭.২০২৬ রিহাব)

রাষ্ট্রপতি পদের জন্য মির্জা ফখরুলকেই প্রয়োজন: শফিকুল আলম

রাষ্ট্রপতি পদেরই মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরকে প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের সাবেক প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। শুক্রবার (২৪ জুলাই) নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক আইডিতে দেওয়া এক স্ট্যাটাসে স্থানীয় সরকারমন্ত্রী ও বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরকে নিয়ে তিনি এ মন্তব্য করেন। স্ট্যাটাসে তিনি লেখেন, মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের মধ্যে এমন এক বিশেষ মাহাত্ম্য আছে যা বাংলাদেশের খুব কম রাজনীতিবিদের মধ্যেই দেখা যায়। তিনি দায়িত্ব নিলে রাষ্ট্রপতি পদটি সত্যিই গৌরবান্বিত হতো। সত্যি বলতে, মির্জা ফখরুলের এই পদের প্রয়োজন নেই। সম্মান পুনরুদ্ধারের জন্য রাষ্ট্রপতি পদেরই তাকে প্রয়োজন। তিনি আরও লেখেন, আমাদের সময়ে তিনি এরইমধ্যে একজন সুপারস্টার, যিনি হাসিনার ১৬ বছরের ফ্যাসিবাদী শাসনামলে সম্ভবত সবচেয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্র হিসেবে ছিলেন। তার মাহাত্ম্য এবং ইস্পাত-কঠিন সংকল্পই আমাদের অন্ধকার সময়ে পথ দেখিয়েছে। শেষে শফিকুল আলম লেখেন, মির্জা সাহেব, গত ২০ বছর ধরে আপনার রাজনীতির একজন একনিষ্ঠ ভক্ত আমি। আপনি রাজনীতিকে একটি মর্যাদাপূর্ণ পেশায় পরিণত করেছেন। আপনি একে অর্থবহ করে তুলেছেন।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৪.০৭.২০২৬ রিহাব)

পটিয়ায় ধর্ষণ মামলার ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি গ্রেফতার

চট্টগ্রামের পটিয়ায় ধর্ষণ মামলার ওয়ারেন্টভুক্ত পলাতক আসামি মোহাম্মদ আসিফকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। শুক্রবার (২৪ জুলাই) ভোরে পটিয়া থানার শোভনদণ্ডী ইউনিয়নের কুরাংগিরী গ্রাম থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। আসিফ ওই এলাকার আবু তাহেরের ছেলে। বিকেলে তাকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। পুলিশ জানায়, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের একটি মামলায় দীর্ঘদিন ধরে পলাতক ছিলেন আসিফ। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শুক্রবার ভোরে অভিযান চালিয়ে নিজ বাড়ি থেকে তাকে গ্রেফতার করে পুলিশের একটি দল। মামলার বাদী পক্ষের আইনজীবী অ্যাডভোকেট মু. মনির হোসেন বলেন, ২০২৪ সালের ২৯ আগস্ট চট্টগ্রাম নারী ও শিশু নির্যাতন ট্রাইবুন্যালে

একটি মামলা করেন এক ভিকটিমের বাবা। ট্রাইব্যুনাল মামলাটি পিবিআইকে তদন্তের নির্দেশ দেন। পিবিআই ২০২৫ সালের ৩০ নভেম্বর ট্রাইব্যুনালে প্রতিবেদন জমা দিলে বিচারক আসামি আসিফের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেন। পটিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জিয়াউল হক বলেন, ধর্ষণের মামলায় ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি আসিফকে গ্রেফতারের পর যথাযথ প্রক্রিয়ায় আদালতের মাধ্যমে হাজতে পাঠানো হয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৪.০৭.২০২৬ রিহাব)

এক কোটি টাকা যৌতুক দাবির মামলায় টিকটকার প্রিন্স মামুন কারাগারে

স্ত্রীর কাছে এক কোটি টাকা যৌতুক দাবি করে মারধর ও হত্যাচেষ্টার অভিযোগে করা মামলায় গ্রেফতার টিকটকার আব্দুল্লাহ আল মামুন ওরফে প্রিন্স মামুনকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন আদালত। শুক্রবার (২৪ জুলাই) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. মনিরুল ইসলাম শুনানি শেষে তার জামিন আবেদন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন। ঢাকা মহানগর পুলিশের পরিদর্শক (এসআই) মো. ভুলু জাগো নিউজকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। আদালত সূত্রে জানা যায়, আজ শুক্রবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে প্রিন্স মামুনের স্ত্রী আতিকিয়া ফাইজাহ মোহনা ভাটারা থানায় তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। এরপর পুলিশ তাকে ওই মামলায় গ্রেফতার করে। পরে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ভাটারা থানার এসআই মো. ইয়াউর রহমান আসামিকে আদালতে হাজির করে তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত কারাগারে আটক রাখার আবেদন করেন। অন্যদিকে, আসামিপক্ষের আইনজীবী আদালতে জামিনের আবেদন করেন। রাষ্ট্রপক্ষ জামিনের বিরোধিতা করলে উভয়পক্ষের শুনানি শেষে আদালত জামিন আবেদন নাকচ করে তাকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন। মামলার এজাহারে বাদী আতিকিয়া ফাইজাহ মোহনা উল্লেখ করেন, প্রায় পাঁচ মাস আগে প্রিন্স মামুনের সঙ্গে তার বিয়ে হয়। বিয়ের পর থেকেই বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তাদের মধ্যে পারিবারিক কলহ চলছিল। এজাহারে আরও বলা হয়, প্রিন্স মামুন দোকান করার জন্য মোহনাকে তার বাবার বাড়ি থেকে এক কোটি টাকা এনে দিতে চাপ দিতেন। যৌতুকের টাকা দিতে অস্বীকৃতি জানালে তিনি নিয়মিত শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হন। অভিযোগে বলা হয়েছে, বৃহস্পতিবার দিনগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে ভাটারার বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় মোহনাদের বাসায় নেশাগ্রস্ত অবস্থায় এসে আবারও এক কোটি টাকা যৌতুক দাবি করেন প্রিন্স মামুন। এতে মোহনা রাজি না হলে তাদের মধ্যে কথা কাটাকাটি শুরু হয়। একপর্যায়ে ক্ষিপ্ত হয়ে প্রিন্স মামুন তাকে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করার পাশাপাশি কিল-ঘুসি ও লাথি মারেন। এ সময় গলা চেপে শ্বাসরোধ করে হত্যারও চেষ্টা করেন বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৪.০৭.২০২৬ রিহাব)

মতিঝিল মেট্রোর নিচে ছাতার ভেতরে বোমা সদৃশ বস্তু, নিষ্ক্রিয় করলো পুলিশ

রাজধানীর মতিঝিল মেট্রোরেল স্টেশনের নিচে বোমা সদৃশ কয়েকটি বস্তু উদ্ধার করে নিষ্ক্রিয় করেছে পুলিশ। এ সময় সেখানে বিকট বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়। এখন পর্যন্ত অন্তত দুটি বোমা সদৃশ বস্তু নিষ্ক্রিয় করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) কাউন্টার টেররিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি) ইউনিটের বোম্ব ডিসপোজাল টিম। শুক্রবার (২৪ জুলাই) রাত ৮টা ১৫ মিনিটে বিষয়টি নিশ্চিত করেন মতিঝিল থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আব্দুস সালাম। আব্দুস সালাম বলেন, রাত ৭টার পর পুলিশের কাছে মতিঝিল মেট্রোরেল স্টেশনের নিচে বোমা থাকার খবর আসে। পরে ঘটনাস্থলে থানা পুলিশ ও সিটিটিসির বোম্ব ডিসপোজাল ইউনিট যায়। এখন পর্যন্ত বোমা সদৃশ দুটি বস্তু নিষ্ক্রিয় করা হয়েছে। আরও বোমা সদৃশ বস্তু নিষ্ক্রিয় করার কাজ চলছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সূত্রে জানা যায়, সন্ধ্যার পর মেট্রোরেল স্টেশনের নিচে কে বা কারা এসব বোমা সদৃশ বস্তু রেখে যায়। পরে খবর পেয়ে পুলিশ ও সিটিটিসির বোম্ব ডিসপোজাল ইউনিট তা নিষ্ক্রিয় করতে সেখানে যায়। প্রাথমিকভাবে এগুলো কী ধরনের বোমা, নাকি ককটেল ছিল তা নিশ্চিত করা যায়নি। তবে নিষ্ক্রিয় করা দুটি বোমা সদৃশ বস্তুর ভেতরে ডেটোনেটর পাওয়া গেছে এবং সেগুলোতে শক্তিশালী বিস্ফোরক ছিল বলে একটি সূত্র জানিয়েছে। ঘটনাস্থল সম্পূর্ণ ঘিরে রেখেছে পুলিশ। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থল থেকে বিভিন্ন আলামত সংগ্রহের কাজ করছেন। এ ঘটনার পর থেকে ওই এলাকায় আতঙ্ক বিরাজ করছে। তবে তাৎক্ষণিকভাবে এ ঘটনায় কেউ হতাহত হওয়ার খবর পাওয়া যায়নি। মতিঝিল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. কামরুজ্জামান তালুকদার বলেন, শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টার পর খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে একটি ছাতা পড়ে থাকতে দেখি। তার ভেতরে বোমা সাদৃশ্য বস্তু ছিল। পরে সিটিটিসির বোম্ব ডিসপোজাল ইউনিটকে খবর দিলে তাদের টিম ঘটনাস্থলে এসে সেটি নিষ্ক্রিয় করে। তিনি বলেন, কে বা কারা এ ছাতা ফেলে রেখে গেছেন তার জানা যায়নি। তবে তদন্ত চলছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৪.০৭.২০২৬ রিহাব)

বিএনপির সঙ্গে সম্পর্কে টানাপোড়েনেই রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ: হান্নান মাসউদ

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সিনিয়র যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক আব্দুল হান্নান মাসউদ বলেছেন, বিএনপির সঙ্গে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের যে মধুর সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল, পরবর্তী সময়ে সেখানে টানাপোড়েন তৈরি হয়েছে। যার ফলে তিনি আজ পদত্যাগ করেছেন। শুক্রবার (২৪ জুলাই) সন্ধ্যায় দলটির অস্থায়ী কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন তিনি। হান্নান মাসউদ বলেন, সংসদের প্রথম অধিবেশনে যাতে ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনার কোনো সহযোগী বক্তব্য দিতে না পারেন, সেজন্য আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিবাদ জানিয়েছিলাম। সংসদের ভেতরে

প্রতিবাদ জানিয়েছি, সংসদের বাইরেও প্রতিবাদ করেছি। জুলাই যোদ্ধারা প্রতিবাদ জানিয়েছেন। জুলাইয়ে যারা নিহত হয়েছেন, তাদের স্বজন এবং শহীদদের পরিবারের সদস্যরাও প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তিনি বলেন, কিন্তু বিএনপি সরকার সবকিছু উপেক্ষা করে জুলাই-পরবর্তী এই রক্তস্নাত সংসদে তাকে বক্তব্য দেওয়ার সুযোগ করে দিয়েছিল। আমরা এর প্রতিবাদে সংসদ থেকে বের হয়ে আসি এবং ওয়াকআউট করি। এ সময় সংবাদ সম্মেলনে দলের সদস্য সচিব আখতার হোসেনসহ কেন্দ্রীয় নেতারা উপস্থিত ছিলেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৪.০৭.২০২৬ রিহাব)

শিক্ষা-স্বাস্থ্যখাতে জিডিপির ৫ শতাংশ করে বরাদ্দ দেওয়া হবে

শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাত সরকারের অগ্রাধিকারে শীর্ষে রয়েছে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্য, শিল্প, পাট ও বস্ত্রমন্ত্রী খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির। তিনি বলেন, আগামী দিনে ধাপে ধাপে এবং পর্যায়ক্রমে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতে জিডিপির ৫ শতাংশ করে বরাদ্দ দেওয়া হবে। শুক্রবার (২৪ জুলাই) সিলেট সদর উপজেলার লাক্কাতুরায় সিলেট সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে চা শ্রমিকদের জন্য আয়োজিত দিনব্যাপী বিনামূল্যে মেডিক্যাল ক্যাম্প, পরিবার পরিকল্পনা, মা ও শিশু সেবা এবং চক্ষু ক্যাম্পের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। বর্তমান সরকারের বিগত পাঁচ মাসের বিভিন্ন উদ্যোগের কথা তুলে ধরে মন্ত্রী বলেন, 'সিলেটের স্বাস্থ্যসেবা সম্প্রসারণে এরইমধ্যে একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এর অংশ হিসেবে ২৫০ শয্যার হাসপাতাল চালুকরণের বিষয়টি অনুমোদিত হয়েছে এবং তা বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন। অচিরেই চা বাগান এলাকাগুলোতেও স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন করা হবে, যাতে স্থানীয় বাসিন্দাদের সাধারণ চিকিৎসার জন্য আর শহরে ছুটতে না হয়।' যুক্তরাষ্ট্রের শুল্কনীতি ও পেট্রোলিয়াম পণ্যের দাম প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বঘোষিত শুল্ক আইন অনুযায়ী ১৫০ দিনের মেয়াদ শেষ হওয়ায় নতুন নামে একই শুল্ক পুনর্বহাল করা হয়েছে। এটি মূলত পুরোনো শুল্কেরই একটি 'রিপ্লেসমেন্ট' বা প্রতিস্থাপন; নতুন কোনো অতিরিক্ত শুল্ক চাপানো হয়নি। ফলে শুল্ক পরিস্থিতিতে বাস্তবে কোনো পরিবর্তন আসছে না।" মন্ত্রী আরও বলেন, আন্তর্জাতিক বাজারে ওঠানামা সত্ত্বেও সরকার ভর্তুকি দিয়ে জ্বালানি সরবরাহ করছে। বর্তমানে তেলের দাম বাড়ানোর কোনো পরিকল্পনা সরকারের নেই। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৪.০৭.২০২৬ রিহাব)

সৌদিতে একই পরিবারের ৩ বাংলাদেশির মৃত্যুতে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর শোক

সৌদি আরবে সড়ক দুর্ঘটনায় ফরিদপুরের একই পরিবারের তিন সদস্য তানিয়া তাহমিনা রিনা, তার ছেলে তাসবিক ও মেয়ে জারার মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ইসলাম। শুক্রবার (২৪ জুলাই) এক শোকবার্তায় তিনি মরহুমদের রুহের মাগফিরাত কামনা করেন। একই সঙ্গে শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান এবং এ শোক সহ্য করার মতো ধৈর্য ও শক্তি দানের জন্য মহান আল্লাহর কাছে দোয়া করেন। উল্লেখ্য, ২৩ জুলাই বিকেলে সৌদি আরবের রিয়াদ থেকে পবিত্র মক্কায় ওমরাহ পালন করতে যাওয়ার পথে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় ফরিদপুরের সালথা উপজেলার আটঘর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান নাজিমুদ্দিন মোল্যার মেয়ে তানিয়া তাহমিনা রিনা (৪৫), তার ছেলে তাসবিক (২০) ও মেয়ে জারা (১৫) নিহত হন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। এ ঘটনায় রিনার স্বামী শফিকুল ইসলাম ও বড় ছেলে নাবিল আহত হয়েছেন। পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী তাদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৪.০৭.২০২৬ রিহাব)

সন্দ্বীপ চ্যানেলে সাড়ে ১৪ লাখ টাকার সিমেন্ট-সার জব্দ, আটক ১০ পাচারকারী

চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড উপজেলার সন্দ্বীপ চ্যানেল এলাকায় অভিযান চালিয়ে মিয়ানমারে পাচারের উদ্দেশ্যে নেওয়া বিপুল পরিমাণ সিমেন্ট ও সার জব্দ করেছে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড। এ সময় পাচারে জড়িত ১০ জনকে আটক করা হয়েছে। শুক্রবার (২৪ জুলাই) বিকেলে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সাব্বির আলম সুজন এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, এদিন রাত ১টার দিকে কোস্ট গার্ড স্টেশন ভাটিয়ারী গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সন্দ্বীপ চ্যানেল সংলগ্ন এলাকায় বিশেষ অভিযান চালায়। অভিযানের সময় একটি ফিশিং বোট ও একটি কার্গো বোটে তল্লাশি চালিয়ে অবৈধভাবে মিয়ানমারে পাচারের উদ্দেশ্যে বহন করা প্রায় ১৪ লাখ ৫০ হাজার টাকা মূল্যের ২৪০ বস্তা সিমেন্ট ও ৩৮০ বস্তা সার জব্দ করা হয়। এ সময় পাচারকাজে ব্যবহৃত দুটি বোট জব্দ এবং ১০ জনকে আটক করা হয়। কোস্ট গার্ড জানিয়েছে, জব্দ করা মালামাল, বোট এবং আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে। মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সাব্বির আলম সুজন বলেন, দেশের উপকূলীয় এলাকায় চোরাচালান প্রতিরোধে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:২৪.০৭.২০২৬ রিহাব)

রেডিও টুডে

আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ

বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের পদত্যাগ আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে ব্যাপক গুরুত্ব পেয়েছে। রয়টার্স, বিবিসি, সাউথ চায়না মর্নিং পোস্ট, ব্লুমবার্গ, মানিকন্ট্রোল এবং ডব্লিউআইওএনের মতো গণমাধ্যমগুলো তাদের প্রতিবেদনে রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ, তার শারীরিক অসুস্থতা এবং দেশের পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে প্রধান বিষয় হিসেবে তুলে ধরেছে। রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৩ সালের এপ্রিলে দায়িত্ব নেওয়া মো. সাহাবুদ্দিন

শুক্রবার রাষ্ট্রপতির পদ থেকে পদত্যাগ করেন। বার্তা সংস্থাটি উল্লেখ করে, ২০২৪ সালের রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর বাংলাদেশে নির্বাচিত সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর এই পদত্যাগ নতুন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। একই সঙ্গে প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির পদ মূলত সাংবিধানিক ও আনুষ্ঠানিক; নির্বাহী ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার হাতে ন্যস্ত। বিবিসি তাদের প্রতিবেদনে জানায়, ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দেশে ফেরার ঘোষণা এবং সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির পর রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিনের ওপর পদত্যাগের চাপ বাড়ে। আনুষ্ঠানিকভাবে অসুস্থতার কথা জানানো হলেও রাজনৈতিক পরিবর্তনকে এর পেছনের অন্যতম কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছে সংবাদমাধ্যমটি। হংকংভিত্তিক সাউথ চায়না মর্নিং পোস্ট রাষ্ট্রপতির প্রেস সচিব সারওয়ার আলমের বরাতে জানিয়েছে, স্বাস্থ্যগত কারণে দায়িত্ব পালন সম্ভব না হওয়ায় তিনি পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তবে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকটি সূত্রের বরাতে পত্রিকাটি দাবি করেছে, সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতিও এই সিদ্ধান্তে ভূমিকা রেখেছে। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম মানিকন্ট্রোল তাদের বিশ্লেষণে রাষ্ট্রপতির পদত্যাগের পেছনে রাজনৈতিক যোগাযোগ ও সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহের প্রভাব নিয়ে আলোচনা করেছে। অন্যদিকে ব্লুমবার্গ ও ডব্লিউআইওএন বলেছে, ২০২৮ সালে মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা থাকলেও নির্ধারিত সময়ের আগেই রাষ্ট্রপতির বিদায় বাংলাদেশের রাজনীতিতে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলো আরও উল্লেখ করেছে, বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি স্পিকারের কাছে লিখিতভাবে পদত্যাগপত্র জমা দিলে তা কার্যকর হয়। সংবিধানের বিধান অনুসারে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংসদ সদস্যদের ভোটে নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবেন। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:২৪.০৭.২০২৬ আসাদ)

মাঝেমধ্যে ক্ষণিকের জন্য অচেতন হয়ে পড়ি: পদত্যাগপত্রে রাষ্ট্রপতি

সব জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে রাষ্ট্রপতির পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন মো. সাহাবুদ্দিন। শুক্রবার বিকেলে তিনি জাতীয় সংসদের স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ বরাবর পদত্যাগপত্র পাঠান। পরে রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষরিত পদত্যাগপত্র নিয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা জাতীয় সংসদ সচিবালয়ে প্রবেশ করেন।পদত্যাগপত্রে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন জানান, তিনি ২০২৩ সালের ২৪ এপ্রিল গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের ২২তম রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন এবং দায়িত্ব পালনের পুরো সময়ে নিষ্ঠা, সততা ও সংবিধানের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য বজায় রেখেছেন। চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেন, ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের পর দেশে সাংবিধানিক সংকট সৃষ্টি হয়েছিল। সে সময় সংবিধানের ১০৬ অনুচ্ছেদের ক্ষমতাবলে তিনি সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের মতামত চান। পরে আদালতের পরামর্শ অনুযায়ী অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করা হয়। পরবর্তীতে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে পরামর্শক্রমে জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করে। রাষ্ট্রপতি দাবি করেন, তার দৃঢ় ও ইতিবাচক ভূমিকার কারণেই দেশে কোনো সাংবিধানিক বিপর্যয় ঘটেনি এবং বর্তমানে সরকার ও বিরোধীদল সংসদে গণতান্ত্রিক চর্চার মধ্য দিয়ে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করছে। পদত্যাগের কারণ হিসেবে নিজের শারীরিক অবস্থার কথা তুলে ধরে তিনি লেখেন, তিনি হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস ও কিডনি জটিলতায় ভুগছেন। এর আগে তার হৃদযন্ত্রে বাইপাস সার্জারি হয়েছে। সম্প্রতি তার শরীরে 'স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুরোগ' নামের একটি রোগ শনাক্ত হয়েছে। চিঠিতে তিনি লিখেছেন, এই রোগের কারণে তিনি মাঝেমধ্যে ক্ষণিকের জন্য অচেতন হয়ে পড়েন। একাধিক জটিল রোগে আক্রান্ত হওয়ায় শারীরিক ও মানসিকভাবে রাষ্ট্রপতির মতো গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন করা তার পক্ষে আর সম্ভব হচ্ছে না। দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসার প্রয়োজন হওয়ায় তিনি দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সবশেষে সংবিধানের ৫০(৩) অনুচ্ছেদের বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির পদ থেকে পদত্যাগের ঘোষণা দেন মো. সাহাবুদ্দিন। ২৪ জুলাই ২০২৬ তারিখে স্বাক্ষরিত পদত্যাগপত্রে তিনি স্পিকারের প্রতি ধন্যবাদও জানান।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:২৪.০৭.২০২৬ আসাদ)

ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতির দায়িত্বে স্পিকার

রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের পদত্যাগের পর ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন জাতীয় সংসদের স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ। শুক্রবার বিকেলে জাতীয় সংসদ ভবনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে স্পিকার জানান, পদত্যাগ পত্রটি আমি গ্রহণ করেছি এবং সংবিধান অনুযায়ী ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছি। স্পিকার হাফিজউদ্দিন আহমদ আরও জানান, রাষ্ট্রপতি পদত্যাগ পত্র জমা দিয়েছেন। রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হওয়ায় সংবিধান অনুযায়ী নতুন রাষ্ট্রপতি দায়িত্ব গ্রহণ না করা পর্যন্ত স্পিকার রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করবেন। সে অনুযায়ী আমি দায়িত্বে থাকব।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:২৪.০৭.২০২৬ আসাদ)

স্পিকারের দায়িত্বে ব্যারিস্টার কায়সার কামাল

গুরুতর স্বাস্থ্যগত কারণে রাষ্ট্রপতি পদ থেকে মো. সাহাবুদ্দিন পদত্যাগ করায় ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ। এর পাশাপাশি জাতীয় সংসদের স্পিকার হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন ডেপুটি স্পিকার ব্যারিস্টার কায়সার কামাল। শুক্রবার বিকালে রাষ্ট্রপতির পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেন স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ। এরপর আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে হাফিজ উদ্দিন রাষ্ট্রপতি হিসেবে এবং ব্যারিস্টার কায়সার কামাল স্পিকারের দায়িত্ব পালনের বিষয়টি জানানো হয়। এসময় হাফিজ উদ্দিন বলেন, 'আমি রাষ্ট্রপতির পদত্যাগপত্র

গ্রহণ করেছি। যেদিন আমি স্পিকার হিসেবে শপথ নিয়েছি, সেদিনই প্রয়োজন হলে ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালনের জন্যও শপথ নিয়েছি। একইভাবে ডেপুটি স্পিকার শপথ নেওয়ার সময়ও শপথের অংশ হিসেবে উল্লেখ থাকে—কোনো কারণে স্পিকারের পদ শূন্য হলে তিনি স্পিকারের দায়িত্ব পালন করবেন।'
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:২৪.০৭.২০২৬ আসাদ)

জামায়াত ফেরেশতাদের দল নয়, ভুলত্রুটি হতেই পারে: বিরোধী দলীয় নেতা

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ও বিরোধী দলীয় নেতা ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, জামায়াত কোনো ফেরেশতাদের সংগঠন নয়। দলের নেতাকর্মীরাও মানুষ, তাই ভুল বা অন্যায় হতে পারে। তবে অন্যায়কে কখনোই দল প্রশ্রয় দেয় না। শুক্রবার রাজধানীর কাকরাইলে অনুষ্ঠিত দলের রুকন সম্মেলনে বক্তব্য দিতে গিয়ে তিনি এসব কথা বলেন। ডা. শফিকুর রহমান বলেন, 'আমরা আগেই পরিষ্কার করেছি—অন্যায় আর জামায়াতে ইসলামী একসঙ্গে চলতে পারে না। তবে এর অর্থ এই নয় যে, আমরা কোনো অন্যায় করি না। আমাদের ভুল, অন্যায়, দোষ ও অপরাধও হতে পারে।' দেশ ও জাতির স্বার্থে সবাইকে দলের ভুল-ত্রুটি তুলে ধরার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, অন্যায় প্রমাণিত হলে তা থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজেদের সংশোধন করার প্রতিশ্রুতি রয়েছে জামায়াতের। দলের নেতাকর্মীদের সতর্ক করে জামায়াত আমির বলেন, যাদের ওপর জনগণের আস্থা রয়েছে, তাদের আরও দায়িত্বশীল হতে হবে। নৈতিকতার প্রশ্নে কোনো ধরনের ছাড় দেওয়া হবে না বলেও তিনি জানান। তিনি বলেন, ছোটখাটো বা সংশোধনযোগ্য ভুলের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে সংশোধনের সুযোগ দেওয়া হতে পারে। তবে গুরুতর অনিয়ম বা অপরাধের ক্ষেত্রে কঠোর সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত নেওয়া ছাড়া বিকল্প থাকবে না। এ সতর্কবার্তা দলের সর্বস্তরের নেতাকর্মীর জন্য প্রযোজ্য বলেও উল্লেখ করেন তিনি। রাজনৈতিক প্রসঙ্গে ডা. শফিকুর রহমান দাবি করেন, গণভোটের মাধ্যমে জনগণ পুরোনো রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মত দিয়েছে। তাই জনগণের সেই রায়কে সম্মান জানাতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানান তিনি। এ সময় তিনি অভিযোগ করেন, জুলাইয়ের গণ-অভ্যুত্থানে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসন এবং সংশ্লিষ্ট দায়িত্ব পালনে সরকার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়নি। পাশাপাশি জুলাই জাদুঘর এখনো চালু না হওয়ায় অসন্তোষ প্রকাশ করেন। সংবিধান প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, যদি সংবিধানের দোহাই দিয়ে গণভোটকে অবৈধ বলা হয়, তাহলে একই যুক্তিতে জুলাইয়ের গণ-অভ্যুত্থান এবং বর্তমান সরকারের বৈধতা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে পারে।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:২৪.০৭.২০২৬ আসাদ)

রাজধানীসহ দেশে তীব্র গ্যাস সংকট, সিএনজিতে দীর্ঘ লাইন

মহেশখালীর একটি ভাসমান এলএনজি টার্মিনালে অগ্নিকাণ্ড-পরবর্তী যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে জাতীয় গ্যাস গ্রিডে সরবরাহ উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাওয়ায় রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তীব্র গ্যাস সংকট দেখা দিয়েছে। আবাসিক গ্রাহকদের রান্নাবান্না ব্যাহত হচ্ছে, শিল্পকারখানা ও বিদ্যুৎকেন্দ্রে চাপ তৈরি হয়েছে এবং সিএনজি ফিলিং স্টেশনগুলোতে দীর্ঘ লাইনে অপেক্ষা করতে হচ্ছে চালকদের। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের তথ্য অনুযায়ী, টার্মিনালটির সমস্যার কারণে জাতীয় গ্রিডে দৈনিক প্রায় ৪৫০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস কম সরবরাহ হচ্ছে। ফলে রাজধানীসহ বিভিন্ন এলাকায় গ্যাসের চাপ উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেছে।এর ফলে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, অনেক বাসাবাড়িতে দিনের বেশির ভাগ সময় চুলায় গ্যাসের চাপ এতটাই কম যে স্বাভাবিকভাবে রান্না করা যাচ্ছে না। গ্যাস সংকটের বড় প্রভাব পড়েছে সিএনজি ফিলিং স্টেশনগুলোতে। পর্যাপ্ত চাপ না থাকায় অনেক স্টেশন পূর্ণ সক্ষমতায় গ্যাস সরবরাহ করতে পারছে না। কোথাও কোথাও 'গ্যাস নেই' নোটিশও টাঙানো হয়েছে। সিএনজি ফিলিং স্টেশন অ্যান্ড কনভারশন ওয়ার্কশপ ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাহী সদস্য মো. ওয়াহিদ খান বলেন, 'সাধারণত স্টেশন পরিচালনার জন্য ১৫ পিএসআই চাপ প্রয়োজন হলেও বর্তমানে অনেক জায়গায় মাত্র ৪ থেকে ৫ পিএসআই, এমনকি কোথাও ২ পিএসআইয়েরও নিচে নেমে গেছে।'অন্যদিকে গ্যাসের ঘাটতির কারণে শিল্পকারখানা ও বিদ্যুৎকেন্দ্রেও চাপ তৈরি হয়েছে। তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক শাহনেওয়াজ পারভেজ জানান, দেশে বর্তমানে দৈনিক গ্যাসের চাহিদা প্রায় ২ হাজার ২০০ মিলিয়ন ঘনফুট। স্বাভাবিক পরিস্থিতির জন্য অন্তত ১ হাজার ৭০০ মিলিয়ন ঘনফুট সরবরাহ প্রয়োজন হলেও একটি এলএনজি টার্মিনাল বন্ধ থাকায় সেই পরিমাণ গ্যাস পাওয়া যাচ্ছে না। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:২৪.০৭.২০২৬ আসাদ)

BBC

TENS OF THOUSANDS EVACUATED FROM FRENCH TOURIST SPOT AND NEAR MADRID AS WILDFIRES SPREAD

French authorities ordered the evacuation of the entirety of the Cap Ferre, t peninsula on the south-west coast, with hundreds of people escaping the area by boat. Tens of thousands of people are being evacuated from the tourism destination west of Bordeaux, as firefighters continue to battle what the local prefect has described as an "XXL fire" in the Gironde region. The fires, which began on Tuesday, have burned for days, with officials saying 10,000 hectares had been consumed by the flames. Meanwhile, the government in Spain has

declared a national emergency as wildfires burn out of control in several areas close to the capital Madrid. Spanish Prime Minister Pedro Sanchez spoke of a "dramatic situation" and urged people to take great care. Three fires were burning west of Madrid, at Village del Prado and San Martin de Valdeiglesias. French Interior Minister Laurent Nunez said 40,000 people had either been or were in the process of being evacuated from the Cap Ferret peninsula, which has the Atlantic on one side and the Bay of Arcachon on the other. (BBC News Web Page: 24/07/26, FARUK)

US HITS DOZENS OF COUNTRIES WITH NEW WAVE OF TARIFFS

The US has imposed new tariffs on 60 trading partners in the latest escalation in the trade war reignited by US President Donald Trump when he returned to office last year. Those targeted, including the UK, China and the European Union, will face a tariff of 10% to 12.5% on all goods, accounting for almost all American imports. The tariffs, which replace an identical levy which expires on Friday, are based on claims key economic partners have failed to properly tackle forced labour. But US trade expert Caroline Freund said the move is "not about forced labour" but that Trump is simply "looking for a legal reason to put the tariffs in". The US Supreme Court had ruled earlier this year that many of the tariffs imposed globally under emergency powers were illegally enacted.
(BBC News Web Page: 24/07/26, FARUK)

US AND IRAN TRADE MORE STRIKES IN GULF AS FEARS OF ESCALATION MOUNT

Iran says it has carried out drone strikes on US military facilities and bases across the Middle East in retaliation for the 13th consecutive night of American attacks on the country. Explosions were reported along Iran's Gulf coast, and in western, northern and central areas. Four people were killed and five injured in an attack in the south-west, Iranian state media said. Iran later announced strikes on US-allied Kuwait, while sirens sounded in Bahrain and Jordan, and flights were suspended at a major Iraqi airport after a reported drone crash. It comes as Iran condemned the US plan to use frozen Iranian assets to pay for war damages, in a sign of further escalation between the two countries.
(BBC News Web Page: 24/07/26, FARUK)

SOUTH AFRICA'S PRESIDENT WINS BID TO TEMPORARILY HALT IMPEACHMENT INQUIRY OVER 'FARMGATE'

A South African court has ruled in favour of President Cyril Ramaphosa's bid to temporarily halt a parliamentary inquiry looking into whether he should be impeached over what has been dubbed the "Farmgate" scandal. In 2022, an independent panel said Ramaphosa might have a case to answer after burglars stole huge sums of cash, hidden in a sofa, from his private farm. The president denied any wrongdoing. At the time MPs voted against establishing an impeachment inquiry, but in May the Constitutional Court ruled that parliament had acted unlawfully by shelving the panel's report. Ramaphosa is now challenging the findings of the panel in a separate court case to be heard in September. The Constitutional Court's ruling in May paved the way for parliament to revive the impeachment process. (BBC News Web Page: 24/07/26, FARUK)

INDIA'S 'COCKROACH' PROTESTERS HOLD TALKS WITH GOVERNMENT AS STALEMATE CONTINUES

Thousands of people continue to protest demanding the Indian education minister's resignation after representatives of the Cockroach Janta Party (CJP) held talks with the government. CJP spokesperson Ashutosh Ranka told reporters that the government has asked for a day to decide on their biggest demand - minister Dharmendra Pradhan's resignation. "The protest will continue and will keep growing until Dharmendra Pradhan resigns. If that does not happen soon, we will be forced to announce another nationwide protest call," said Ranka. The protests, which began more than a month ago, gained momentum this week after a police crackdown on people marching to parliament left dozens injured. The protests are led by CJP, an online satirical movement that has evolved into a powerful platform for young people's anxieties and dissent. Saurav Das, another CJP spokesperson, said the government had responded positively to two other demands: compensation for the families of students who reportedly died by suicide after the cancellation of a major medical entrance exam in May, and the withdrawal of police cases against protesters who joined the march to parliament. He said the two sides would meet again on Saturday. (BBC News Web Page: 24/07/26, FARUK)

OIL PRICES HIT $100 FOR THE FIRST TIME SINCE MAY

Oil prices hit $100 a barrel for the first time since May as the escalating conflict in the Middle East reignited fears over global energy supplies. Brent crude - the global benchmark for oil prices - rose more than 6% on Thursday following several days of increases as the US stepped up military strikes against Iran. Prices spiked after Houthi militia in Yemen attacked oil tankers in the Red Sea, threatening a key export route that Saudi Arabia has used to bypass the Strait of Hormuz. Gas prices have also risen steadily over the past month, with the benchmark UK gas price currently at around 150 per therm, up from around 98p at the end of June. Oil prices had been falling following a temporary ceasefire between the US and Iran. They dropped back to levels last seen before the US and Israel began military action against Iran on 28 February. However, the ceasefire has failed and this week US Secretary of State Marco Rubio said the people in charge in Iran were "not ready to make a deal". (BBC News Web Page: 24/07/26, FARUK)

16 KILLED IN RUSSIAN ATTACK ON KYIV

At least 16 people have been killed in Russian attacks on Ukraine overnight, with 10 dead in ballistic missile strikes just outside Kyiv, according to a national official. Writing on social media, Volodymyr Zelensky confirmed about 100 people had been injured in Kyiv, where emergency services are still at the scene, with five other people killed in the eastern city of Sloviansk. Meanwhile, an overnight Ukrainian strike killed six people and wounded 26 near the Russian city of Kirov, more than 1,000 km behind the front line. Ukraine also attacked the warehouses of Wildberries - Russia's biggest online retailer - in St Petersburg and the surrounding area, setting off huge fires. In the attacks near Kyiv, Russia also appeared to have targeted Defence Minister adviser Serhiy Beskrestnov, aka Flash, and Lyuba Shypovych, who has been involved in developing technology for the Ukrainian army. Following the incident, both took to social media to confirm they were OK.

(BBC News Web Page: 24/07/26, FARUK)

:: The End ::